প্রকাশক
শ্রীসলিলকুমার মিত্র,
মিনার্ভা থিয়েটার,
[illegible]নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,
শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৯নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই "পরশুরাম" নাটক আমার রচিত হইলেও প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষ বি-এস-সি কর্ত্তৃক ইহা সংগঠিত, গ্রথিত ও সম্পাদিত। এই নাটকের প্রযোজনায়ও তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন শ্রীমান্ সলিলকুমার মিত্র, সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু, নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগঠন-কারিগণ সকলেই এই নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যৎ-পরোনাস্তি শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ইতি—

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

নারায়ণ	
মহাদেব	
জমদগ্নি	ঋষি।
পরশুরাম	জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র।
রুমণ্বা, সুষেন, বিশ্ব ও বিশ্ববসু	জমদগ্নির অন্য পুত্রগণ
কার্ত্তবীর্য্য	রাজা
সুদর্শন	মন্ত্রীবরের পুত্র
অঙ্গরাজ, অবন্তীরাজ, বৈশালীরাজ, আজমীঢ়রাজ	কার্ত্তবীর্য্যের পারিষদগণ
লম্বোদর	কার্ত্তবীর্য্যের বয়স্য
ত্রিপুণ্ড্রক	ঐ সেনাপতি

তাপসবালাগণ, শিষ্যদ্বয়, বৃদ্ধদ্বয়, বালক, জনৈক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বালকগণ ও ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রেণুকা	জমদগ্নির স্ত্রী
ভানুমতী	বেদের মেয়ে
মনোরমা	কার্ত্তবীর্য্যের স্ত্রী
ফাল্গুনী	ঐ প্রধানা নর্ত্তকী
সন্ধ্যা	
নিশি	

নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকাগণ, তাপস-বালিকাগণ, নারীগণ, জনৈক নারী ইত্যাদি।

মিনার্ভা থিয়েটার—

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী		শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র বি, কম্
অধ্যক্ষ	”	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রযোজক	”	কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি-এস-সি
সঙ্গীতাচার্য্য	”	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মঞ্চ-শিল্পী	”	পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যাচার্য্য	”	সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)
হারমোনিয়ম বাদক	”	বিভাভূষণ পাল
বংশীবাদক	”	বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানো বাদক	”	কালিদাস ভট্টাচার্য্য
কর্ণেট বাদক	”	জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
বেহালা বাদক	”	ললিতকুমার বসাক
সঙ্গতকারী	”	সতীশচন্দ্র বসাক
আলোকশিল্পী	”	মন্মথ নাথ ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক	”	নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জাকর	”	নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়
এম্প্লিফায়ার বাদক	”	দুলাল মল্লিক
স্মারক	”	ভক্তিবিনোদ
	”	বিমলচন্দ্র ঘোষ
ঐ সহকারী	”	তারাপদ দাস

অভিনেতৃগণ।

নারায়ণ	কুমারী শেফালিকা (বোদা)
মহাদেব	শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ
জমদগ্নি	" প্রফুল্ল দাস (হাজুবাবু)
বিশ্ব	" বিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ,
বিশ্ববসু	" সনৎ মুখোপাধ্যায়
রুমন্বা	" গোপালদাস দে
সুষেণ	" গোষ্ঠ ঘোষাল
পরশুরাম	" শরৎ চট্টোপাধ্যায়
কার্ত্তবীর্য্য	" কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
সুদর্শন	" দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মাষ্টার সতু)
অঙ্গরাজ	" বঙ্কিম দত্ত
বৈশালীরাজ	" গোপাল ভট্টাচার্য্য
অবন্তীরাজ	" মুরারী মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)
আজমীঢ়-রাজ	" বিষ্ণুচরণ সেন
ত্রিপুণ্ড্রক	" পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
লম্বোদর	" রঞ্জিৎ রায়
একটী বৃদ্ধ	" সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
জনৈক ক্ষত্রিয়	" কুসুম গোস্বামী
একটী শিশু	কুমারী আশালতা
শিষ্যদ্বয়	শ্রীযুক্ত উমাপদ বসু ও অমূল্য মুখোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণদ্বয়	" শরৎ সুর ও অমূল্য মুখোপাধ্যায়

আশ্রমবাসিগণ ও নাগরিকগণ— ননী বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিজীবন মজুমদার, নলিন বাগ, অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়, রবি চৌধুরী সদানন্দ, রতন সেনগুপ্ত।

সন্ধ্যা	শ্রীমতী	দুনিয়াবালা
নিশি	”	লীলাবতী (কবালী)
রেণুকা	”	নিভাননী
ভানুমতী	”	তারকবালা (মিস্ লাইট্)
মনোরমা	”	বেলারাণী
পলাশুসা	”	রাজলক্ষ্মী (গেঁদী)
জনৈকা নারী	”	করুণাময়ী (নটবর)

তাপসকুমারিগণ, নর্ত্তকীগণ, ব্রাহ্মণবালকগণ—

রাজলক্ষ্মী	রাণীবালা	পটলমণি
তারকদাসী	তারকবালা	মুকুলমালা
দুনিয়াবালা (১)	দুনিয়াবালা (২)	রেণুকারাণী
বকুলমালা	মুক্তারাণী	সুশীলা
দুর্গারাণী	রাজলক্ষ্মী (রবি)	সাবিত্রীরাণী
লীলাবতী	প্রভা	ইন্দু
শিবানী	লতিকা	হাসি
পারুল	রেণু (ছোট)	বীণা
আশা	রাণীবালা (ছোট)	সবিতা
ডালিমফুল	নন্দরাণী	(মানা)

পরশুরাম

—— ঃ*ঃ ——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—জমদগ্নি ঋষির আশ্রম

[দৃশ্যের প্রারম্ভে দূর নেপথ্য হইতে ঋষিকুমারদের স্তোত্রগীতি শুনা যাইতেছে]

স্তোত্র গীতি

ঋ-কু-গণ—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।

[শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আবির্ভাব। ধীরে ধীরে নারায়ণ বালকরূপ পরিগ্রহ করিলেন]

গীত

বালকবেশী নারায়ণ—

আমি ঘোরাই চাকা দিবা যামিনী !
আমার হাতের খেলনা সবাই, আমি খেলি ছিনিমিনি ।
বাঁধা জীব মায়ার পাশে, ঘুরে মরে আশার আশে,
আঁকড়ে ধরে ভালবেসে কাঞ্চন কামিনী ।
ওরে অন্ধ ! ওরে পাগল ! ভেঙ্গে ফেল তোর মনের আগল ।—
'আমি আমি' করিস তোরা,
আমি কে তা আমিই জানি ।

[প্রস্থান ।

[পরশুরামের প্রবেশ]

পরশু । মা ! মা !—কোথায় জননী ?
শুভক্ষণে মাতৃমন্ত্র লভিয়াছি পিতার সকাশে ।
সর্ব্বতীর্থসার সর্ব্ববিদ্যাসার
আদ্যাশক্তিরূপী মা গো চরণ তোমার ।
ভূমণ্ডলে প্রত্যক্ষ দেবতা—
কোথায় জননী ? মা গো !
ব্যাকুল অন্তর ।
আজি শুভক্ষণে
বারেক পূজিব রাঙা ও দু'টা চরণ ।

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা।　রাম! রাম! পুত্র মোর!—

(রাম প্রণাম করিল)

পশুপতি করুণ কল্যাণ।

পরশু।　মা গো,
কহিলেন পিতা
আজি শাস্ত্রশিক্ষা-সমাপন উপলক্ষ্য করি—
স্বর্গাদপি গরীয়সী
তুমি মাতা এ জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা।
তপ, জপ, অধ্যয়ন, স্বর্গলাভ আশে—
সে সকল নিকৃষ্ট সাধনা
মাতৃমন্ত্র মহামন্ত্র পাশে।
কহ গো জননী,
আজি শাস্ত্রশিক্ষা-অন্তে মোর
কোন্ প্রীতিকার্য্য তব করিব সাধন?

রেণুকা।　বৎস, বিজ্ঞ তুমি,
সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী মহান্ সুধীর।
বক্ষ মোর ফুলে উঠে পুত্রগর্ব্বে তোমারে নেহারি।
তোমারে কি দিব উপদেশ?
করি আশীর্ব্বাদ,
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বশিক্ষা তব
নিয়োজিত হোক রাম আর্ত্তের রক্ষণে।

পরশু। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব মাতা।
এই বাহু, এই বক্ষ মোর
সবলের অত্যাচার দমনের তরে,
রহিবে প্রস্তুত সদা
আর্ত্তের রক্ষণে।
এবে আকাঙ্ক্ষা জননী,
মাতৃপাশে মহামন্ত্রদীক্ষা লব আমি।
এক গোটা সিদ্ধমন্ত্র কর্ণে দেহ মোর।

রেণুকা। সিদ্ধমন্ত্র!
কি মন্ত্র দানিব আমি জ্ঞানহীনা নারী?
শিখি নাই শাস্ত্রমর্ম্ম, করিনি সাধনা,—
পেলেছি আশ্রম-ধর্ম্ম পতির সহিত।
সিদ্ধমন্ত্র আমি কোথা পাব?

পরশু। না না, করোনা বঞ্চিত।
আজি শুভক্ষণে.
যেই বাণী হ'বে উৎসারিত রসনায় তব,
মহাগুরু জননী আমার!
সিদ্ধমন্ত্র সেই মম পাশে।

রেণুকা। বৎস,
জ্ঞানোদয় হ'তে
একমাত্র চিনিয়াছি পতির চরণ।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান সতী রমণীর।

অন্য চিন্তা কভু হৃদে পায় নাই স্থান।
সিদ্ধমন্ত্র মম পাশে লইবে যদ্যপি,
শুন রাম, এইমাত্র কহিবারে পারি,
আরাধ্য দেবতা মম জনক তোমার—
তাঁর আজ্ঞা অবিচারে পালিবে সতত।
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥—
রাম! রাম! এই তব সিদ্ধমন্ত্র. জপ অনিবার।

[প্রস্থান।

পরশু। প্রণিপাত মহাগুরু তোমার চরণে।
কি আনন্দ! কি আনন্দ! ধন্য আমি,
সিদ্ধমন্ত্র লভিয়াছি মাতার সকাশে।—
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
মাতা! কর আশীর্ব্বাদ,
তোমার এ সিদ্ধমন্ত্র
জগতে আদর্শরূপে
সিদ্ধ হোক আমার জীবনে। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে) ধর্ ধর্—পালায় পালায়—ঐ যায় ঐ যায়—

ভানুমতী। (নেপথ্যে)—রক্ষা কর, কে আছ, রক্ষা কর—

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে) ঐ যায়—পালায় পালায়—

ভানুমতী। (নেপথ্যে)—রক্ষা কর, রক্ষা কর

[পরশুরামের পুনঃ প্রবেশ]

পরশু। একি! কিসের এ আর্ত্তনাদ? বালিকা-কণ্ঠের কাতরোক্তি! আশ্রম সান্নিধ্যে! ভয় নাই—ভয় নাই—

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

[বালকবেশী নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। ওগো, তোমরা এস না গো। অনেকগুলি লোক একটা মেয়েকে তাড়া করেছে—এই যে এই দিক পানেই আসছে।

পরশু। চল বালক।

[রাজগণ-তাড়িতা ভানুমতীর প্রবেশ ও পরশুরামের পদতলে পতন]

ভানু। রক্ষা কর—তুমি যেই হও, আমাকে বাঁচাও।

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে)। এইখানে—এইখানে—

ভানু। ঐ, ঐ তারা এল।

পরশু। ভয় নাই বালিকা, ভয় নাই।

[উদ্যত অস্ত্রহস্তে অঙ্গরাজ, অবন্তীরাজ, বৈশালীরাজ আজমীঢ়রাজ ও পারিষদগণের প্রবেশ]

অঙ্গ। এই যে! আর কোথায় পালাবি?

অবন্তী। ঘু ঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ ত দেখনি!

বৈশালী। চল্ টেনে নিয়ে চল্—ওকে আগুনে পুড়িয়ে মার্ত্তে হবে।

পরশু। শান্ত হও, ক্ষান্ত হও। এ আশ্রম, অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

বৈশালী। আহাহা! মরি মরি মরি! কি আমার রসের কথা গো!

আজমীঢ়। তুমি কে হে প্রাণনাথ, আলালের ঘরের দুলাল, "অস্ত্র পরিত্যাগ কর" বলে লম্বা হুকুম চালাচ্ছ!

অবন্তী। র্-র্-র্—বগ্ দেখেছ!

বৈশালী। বলি তুমি কে বট হে?

পরশু। এও কি সম্ভব! পৃথিবীতে ক্ষাত্রশক্তির কি এতই অধোগতি হয়েছে, যে আশ্রমের পবিত্রতা ধ্বংস কর্ত্তেও এরা কুণ্ঠিত নয়! তোমরা কে? কি স্পর্দ্ধায় তপস্বীর আশ্রমে প্রবেশ করে নারীহত্যা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছ?

অঙ্গ। বলি সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে নাকি?

অবন্তী। বড় যে লম্বা লম্বা কথা কইচ বড় ইয়ার!

আজমীঢ়। বটে! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর!

অবন্তী। আহাহা, আমাদের পরিচয়গুলো ওকে দিয়েই দাওনা। দেখবে সঙ্গে সঙ্গেই বাছাধনের সুর বদলে যাবে।

বৈশালী। ঠিক ঠিক। এখন বলছেন—"কে কাড় কড়ি ধাড়ে"—তখন বলবেন "কড়ি ন্যাও"।

অঙ্গ। আমরা পৃথিবীপতি মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্, তাঁর সভাসদ্। আর আমরা প্রত্যেকেই এক একজন মহাবীর সামন্ত রাজা।

অবন্তী। কেমন, এখন হয়েছে ?

বৈশালী। এখন ত আর তোমার টিকি এবং পৈতে ট্যাকস্থ করে সরে পড়তে আপত্তি হ'তে পারে না।

আজমীঢ়। পারে না।

পরশু। এই বালিকার অপরাধ কি ?

অঙ্গ। অপরাধ গুরুতর।

অবন্তী। এই বালিকা আমাদের সুহৃদ্ কোশলাধিপতি মহারাজ অঘমর্ষণকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে। আমরা একে তার প্রতিশোধ দেব।

বৈশালী। পৃথিবীতে এমন কেউ নাই, যে আমাদের হাত থেকে একে রক্ষা কর্ত্তে পারে।

আজমীঢ়। পারে।

পরশু। বালিকা, এ কথা কি সত্য ?

ভানু। হ্যাঁ, সত্য। সেই রাজা বনে মৃগয়া কর্ত্তে গিয়ে আমাকে অসহায়া দেখে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করেছিল। আমি নারীধর্ম্ম রক্ষার অন্য উপায় না দেখে ছুরিকাঘাতে তা'কে হত্যা করেছি। এই তার রক্ত, এখনো আমার হাতে লেগে রয়েছে।

পরশু। অদ্ভুত কাহিনী!

শক্তিঅংশ-সমুদ্ভূতা রমণী নিশ্চয়।—
সতীত্ব রক্ষার তরে বধিয়াছে নিজ করে বলদৃপ্ত
ক্ষত্রিয় প্রধানে।—নহ সামান্যা রমণী তুমি বালা।

মহাশয়গণ! এই বালিকা যা বলছে তা কি সত্য ?

অঙ্গ। সত্য। তা হয়েছে কি?

অবন্তী। একটা বেদের মেয়ে, লোকে যা'কে কাটী দিয়ে ছোঁয় না, কোশলাধিপতি তা'কে একটু অনুগ্রহ করেছিলেন বই ত নয়।

বৈশালী। কোথায় কৃতজ্ঞতা বশে তাঁর পায়ের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে, তা নয়, উল্টে ছুরিকাঘাত।

আজমীঢ়। তদুপরি আবার হত্যা!

পরশু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ক্ষত্রিয় নরপতি হয়ে একি আচরণ তোমাদের! কোথায় তোমরা দুর্ব্বলকে রক্ষা করবে, না তাদের উপরই আক্রমণ কর্চ্ছ! নারীর ধর্ম্ম কি তোমাদের কাছে খেলার জিনিষ! এই বালিকা যে কোশলপতিকে হত্যা করেছে, তা'তে তার অপরাধ কোথায়?

অঙ্গ। ওঃ! ভিরকুটি দেখেছ?

অবন্তী। দেব নাকি তলোয়ারের এক খোঁচা?

[দুইজন শিষ্যের প্রবেশ]

১ম শিষ্য। রাম! রাম! কোলাহল কিসের?

২য় শিষ্য। একি! এরা কারা?

অঙ্গ। এই যে আরো দু'ব্যাটা এসেছে। ধর ব্যাটাদের—(একজনের টিকি ধরিল) কেমন হে বৎস, কেমন সুখ বোধ হচ্ছে?—(আকর্ষণ)

অবন্তী। দাও ব্যাটাদের টিকিতে টিকিতে বেঁধে নাকে সুড়সুড়ি।

ভানু। (পরশুরামের প্রতি)—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমার জন্য আপনারা কেন শাস্তি ভোগ করবেন?

পরশু। না না না, তা হবে না। রাজগণ, এই আমি শেষবার বলছি, তোমরা যদি এই মুহূর্ত্তে আশ্রম পরিত্যাগ না কর, তাহ'লে আমি তোমাদের অভিসম্পাত দেব।

[বেগে লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন, আমি এদের শান্ত কর্চ্ছি। (জনান্তিকে)—রাজগণ, আপনারা কর্চ্ছেন কি! এঁকে ঘাটাবেন না। ভাল চান ত সরে পড়ুন। এ বড় একটা কেউ কেটা নয়। একেবারে জাত সাপ,—ছোবল মার্লেই ভস্ম। তায় এরা আবার মহারাজের পুরোহিত-বংশ। মহারাজ শুনলে আপনাদের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হবেন।

অঙ্গ। যৎ-পরো-নাস্তি?

লম্বো। আজ্ঞে হ্যাঁ—

অঙ্গ। তা হলে ভাববার কথাই বটে। ওহে ভাই সব, আমি এখুনি আসছি। আমার একটা বিশেষ দরকার পড়েছে।

[প্রস্থান।

অবন্তী। আমি এখুনি ওই গাছ থেকে একটা 'যৎপরোনাস্তি' পেড়ে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

বৈশা। ওহে ভায়া, তরোয়াল বদল হয়েছে। বদল ভেঙ্গে নিয়ে যাও, বদল ভেঙ্গে নিয়ে যাও— [প্রস্থান।

আজ। আমি ছেলে মানুষ, অপোগণ্ড, আমার কোন দোষ নেই। কিছু মনে করবেন না। আমি তা হলে আসি—

[শিশুর মত গুটি গুটি হাঁটিতে হাঁটিতে প্রস্থান।

লম্বো। নমস্কার। আমিও আসি তাহ'লে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

পরশু। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ। তুমি কে?

লম্বো। আমি মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যের বয়স্য।

পরশু। তুমি এখানে সহসা কোথা থেকে এলে?

লম্বো। আমাদের মহারাজ অনতিদূরেই শিবির স্থাপন করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে এসেছি। এই সব ধনুর্দ্ধরদের শিবিরে দেখতে না পেয়ে আমি অত্যাহিত আশঙ্কা করে ছুটে এসেছি। এসে দেখলেম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। আপনি এদের উপর ক্রোধ করবেন না। এরা আপনার ক্রোধের যোগ্য নয়।

পরশু। বেশ, ক্রোধ আমি করব না। কিন্তু তুমি মহারাজকে বলে দিও, তিনি যেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সংযত রাখেন। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা যেন আর না ঘটে।

লম্বো। যে আজ্ঞে, আমি তাহ'লে বিদায় হই।

[প্রস্থান।

পরশু। বালিকা, এইবার তুমি নিরাপদ। বল কোথায় তোমাকে রেখে আসব?

ভানু। আমি আর কোথাও যাব না প্রভু!

পরশু। সে কি! তোমার কি ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন কিছুই নেই?

ভানু। ছিল সব। কিন্তু ঐ পাষণ্ড রাজাদের অত্যাচারে

আজ আর কিছুই নেই। বাবা আমার পাষণ্ডের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়েছেন।

পরশু। উঃ—

ভানু। ঘরে আর আমি যাব না দেবতা। দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছ,—যদি তাড়িয়ে না দাও, যদি এই আশ্রমেরই একটী কোণে আমায় পড়ে থাকতে অনুমতি দাও, তবে দেবতার সেবা করে এ জীবন ধন্য করি।

পরশু। বালিকা, তুমি কি বলছ? তুমি কিরাতিনী, অস্পৃশ্যা।—ঋষির আশ্রমে স্থান পাবে কেমন করে?

ভানু। অস্পৃশ্যা—অস্পৃশ্যা! জন্মাবধি আমি শুনে আসচি আমি অস্পৃশ্যা। মানুষের কাছে আমি অস্পৃশ্যা। কিন্তু দেবতা, তোমার কাছেও কি আমি তাই? না না, আমি যে দেখেছি তোমার করুণাময় মূর্ত্তি। আমি যে পেয়েছি তোমার দেবদুর্লভ স্নেহের পরশ। ও কথা আর যে বলে বলুক, তুমি ও কথা বলো না। আমার বুকের মাঝে আমি যে তোমার দেবতার মূর্ত্তি গড়ে নিয়েছি। সে দেবতা মানুষকে ঘৃণা করে, এ ত আমি সইতে পারব না।

পরশু। এ কি অভিযোগ! রুদ্ধবাক্ করিল আমায়!

এ কি অন্ধ অভিমান হেরি রমণীর!

শোন বালিকা—মানুষ ঘৃণ্য নয়। কিন্তু মানুষকে ঘৃণ্য করে তার কদাচার। জন্মগত সংস্কারকে অতিক্রম করা সহজ নয়। পার কি তুমি তোমার সহজাত সংস্কারকে অতিক্রম করে ব্রাহ্মণীর সদাচার গ্রহণ কর্ত্তে?

ভানু। কেন পারব না দেবতা? দেবতা পূজা করতে হ'লে দেবতার মনের মত হ'তে হবে বৈকি? কিন্তু তা হ'লেও তো তুমি আমার পূজা গ্রহণ করবে না।

পরশু। করব। বালিকা, আমি প্রাক্তন মানি না, কর্ম্ম মানি। তুমি যদি মনে প্রাণে ব্রাহ্মণীর আচার গ্রহণ কর্ত্তে পার, তবে একদিন আমার সেবার ভার তোমাকে দিয়ে আমি ধন্য হব। শুধু তাই নয়, মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে সহধর্ম্মিণী বলে আমি তোমাকে গ্রহণ করব।

ভানু। না না, ও কথা বলো না। দেবতা আমার! এ যে আমার কল্পনার অতীত। এ ত আমি চাইনি। আমি যাই—আমি যাই—

পরশু। দাঁড়াও বালিকা। আমি বুঝেছি তুমি সামান্যা নও। এ তোমার পরীক্ষা। যাও কোনও ঋষির আশ্রমে, সাধনায় লিপ্ত হও।—আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভানু। তবে দাঁড়াও দেবতা, একবার—আর একবার তোমায় দেখি, দূর হ'তে তোমায় একবার প্রণাম করি।

[পরশুরামের প্রস্থান]

[বালকবেশী নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ]

নারায়ণ। সবাই চলে গেল। কৈ তুমি ত গেলে না?

ভানু। না।

নারা। কোথায় যাবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছ না বুঝি?

ভানু। বালক তুমি কে?

নারা। ওইটেইত প্রহেলিকা। আমি কে জানতে পার্লে যে অনেক জানারই শেষ হয়ে যায়। যাক তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ভানু। যাব। কিন্তু আমি কোথায় যেতে চাই জান?

নারা। কোন ঋষির আশ্রমে ত?

ভানু। এ কি! তুমি আমার মনের কথা কি করে জানলে?

নারা। এ আর জানা শক্ত কি? ঋষিপুত্র তোমায় আশ্রয় দিলেন। ঋষির আশ্রম ছাড়া আর তুমি কোথায় যেতে চাইবে?

ভানু। বালক তুমি সামান্য নও। যেই হও, তুমিই আমার হাত ধরে নিয়ে চল।

নারা। এস তবে—

গীত

আমি এমনি করেই পথ দেখিয়ে বেড়াই পথে পথে
আমার নাই অবসর রোদ বাদলে আলোয় আঁধার রাতে ॥
কোথায় কে রে অচিন দেশে ঘুরে মরিস হারিয়ে দিশে।
আমি দাঁড়িয়ে আছি পথের পাশে,
আয় ছুটে আয় আমার সাথে।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।—নদীতীর।

[ফুলটুসী ও কার্ত্তবীর্য্যের কতিপয় সঙ্গিনীর প্রবেশ]

গীত

সঙ্গিনীগণ। আজি বনে লেগেছে কি ফুলের জোয়ার !
বাতাসে, মৃদু সুবাসে পরশ বহিয়া আনে কার ?

[আরও কতিপয় সঙ্গিনীর প্রবেশ]

সঙ্গিনীগণ। এ কি বেলাশেষে ঝিকি মিকি রোদের খেলা !
ডাকে ইসারায়, আয় আয় আয়, মিলাতে প্রমোদ-মেলা।

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণুকা। কি সুন্দর! প্রাণভরা আনন্দ এদের—মনভরা উল্লাস! কিন্তু কারা এরা? এদের তো এখানে কখন দেখিনি! এরা কি অপ্সরী ?

[আরও কতিপয় সঙ্গিনীর প্রবেশ]

সঙ্গিনীগণ। সখি, নদীর জলে জীবন উছলে অনিবার—
উজল চঞ্চল কল কল পরিমল ধার।
সখি, বনে মনে এ কি ছন্দ !
এ কি পরিমল-মধু-গন্ধ !
এ কি নব বাসনার উছল ধারায়
অভিষেক আজি কার !
এ কি নূতন পরাণে নূতন পরশ নব প্রেম সুষমার ॥

[নৃত্য চলিতেছিল]

রেণুকা। মরি মরি! কি অপূর্ব্ব এদের গতিছন্দ! বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ সুসমায় এরা বিকশিত হয়েছে! আনন্দ এদের প্রতি রোমকূপে, সজীবতা এদের প্রতি পদক্ষেপে। অনন্ত প্রকৃতির এও আর এক রূপ। সংযমসাধিকা তাপসীর চোখে এ এক নূতন অনুভূতি।

ফুলটুসী। ওরে দেখ্ দেখ্, এ আবার কে এসেছে?

১মা সখি। তাইত! তুমি আবার কে?

২য়া। কি সুন্দর! বাঃ! বাঃ!

৩য়া। দেখেছিস, সারা অঙ্গে একখানি গহনা নেই, তবু রূপ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে।

ফুলটুসী। মুখে চোখে একটা জ্যোতির ঝলক! এমন তো কখনও দেখিনি!

১মা। হ্যাঁ গা তুমি কে?

রেণুকা। আমি ঋষিপত্নী, নাম রেণুকা।

ফুলটুসী। তা তুমি একধারে অমন দাঁড়িয়েছিলে কেন?

রেণুকা। তোমাদের খেলা আমার ভাল লাগছিল। তাই দেখছিলেম!

২য়া। এস না, তুমিও আমাদের সঙ্গে খেলবে। এস, আমরা এক সঙ্গে স্নান করতে যাব।

৩য়া। হ্যাঁ গা, তোমার পরণে এ কি কাপড়?

রেণুকা। এর নাম গৈরিক। ঋষির আশ্রমে আমরা এই রকম কাপড়ই প'রে থাকি।

ফুল্‌টুসী। অন্য ভাল কাপড় বুঝি তোমাদের পরতে নেই ?

রেণুকা। না। আমার যে সংযমব্রতধারিণী। কিন্তু তোমরা কে, তা'ত বল্লে না।

১মা। আমরা গোটাকত মেয়ে, আবার কে ?

রেণুকা। তোমরা কোথায় থাক ? কি কর ?

ফুল। আমরা নাচি গাই ফুর্ত্তি করি, আনন্দ করি। আমরা রাজার সেবিকা। এখানে রাজার ছাউনি পড়েছে কিনা, তাই আমরা এসেছি। আবার যখন ছাউনি উঠে যাবে, আমরাও চলে যাব।

২য়া। তুমি খেলবে আমাদের সঙ্গে ? এস না, খেল না !

রেণুকা। না না, আমার এখন খেলা করাবর সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে এল। আমাকে এখনই জল নিয়ে আশ্রমে ফিরতে হবে।

৩য়া। কেন গা ? এত তাড়া তোমার কিসের ?

৪র্থী। সন্ধ্যা হ'ল ত কি হ'ল ? রোজই তো সন্ধ্যা হয়।

১ম। সন্ধ্যার ত এখনও দেরী আছে। চল আমরা জলে সাঁতার কাটিগে।

রেণুকা। না না, আমার দেরী হয়ে যাবে। আশ্রমে একটুও জল নেই। আমি জল নিয়ে না গেলে আমার স্বামীর সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছু হবে না।

ফুলটুসী। না না, কিছু দেয়া হবে না। তুমি এস।

সকলে। এস এস। তোমাকে আসতেই হবে।

(রেণুকার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

সখিগণ।

গীত।

বাজিয়ে বাঁশী মনের কোণে কে এল রে কে এল !
দোদুল দোলায় মনের দোলা দুলিয়ে আজি কে দিল !
দে সখি দে ফুলের মালা, পুলক-পরশ দে ঢেলে,
(মিলেছে) পথের সাথী, সোহাগ বাতি অনুরাগে দে জ্বেলে।—
(তার) চরণপাতে বনের পথে শিথিল বকুল ছড়িয়ে গেল॥

তৃতীয় দৃশ্য—জমদগ্নির আশ্রমের একাংশ।

সন্ধ্যা ও জমদগ্নি

সন্ধ্যা। হে তাপস ! আর কতক্ষণ
বন্দিনী রাখিবে মোরে ?
সূর্য্য অস্তগত বহুক্ষণ,
অর্দ্ধপথে অপেক্ষা করিছে নিশি।—
মোর লাগি আসিতে না পারে।

আর আমি রহিতে না পারি।
দেহ অনুমতি, যাই আমি।

জম। সন্ধ্যা, আর ক্ষণকাল—
তিষ্ঠ আর ক্ষণকাল।
বহুক্ষণ গিয়াছে রেণুকা
আনিবারে বারি।
এখুনি ফিরিবে।
ততক্ষণ রহ তুমি।
বারি বিনা
সন্ধ্যাবন্দনাদি কেমনে করিব ?
রহ তুমি পুষ্প-বাটিকায়
আসিতেছি আমি। [সন্ধ্যার প্রস্থান]
গেল গেল, সব গেল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হ'ল।
সন্ধ্যা বয়ে গেল
নাহি হ'ল সমাপন
নিত্যকৃত্য সায়ংসন্ধ্যা ঋষির আচার।
কোথায় রেণুকা ?
বুঝিতে না পারি
কিসের বিলম্ব এত।
রুমন্বা ! সুষেণ ! বিশ্ব ! বিশ্ববসু !
কোথা পুত্রগণ ?

[রুমন্বাদি পুত্রগণের প্রবেশ]

পুত্রগণ। কি আদেশ পিতা?

জম। ত্বরা যাও, খুঁজে আন জননীরে
সন্ধ্যা বয়ে যায়।

পুত্রগণ। যথা আজ্ঞা পিতা (পুত্রগণের প্রস্থান)

জম। এমন ত কখন হয় না। তবে কি রেণুকার কোন বিপদ ঘটল? দেখি ধ্যানযোগে কোথায় সে।

[পশ্চাতে পূর্ব্বদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল]

এ কি! এ কি! মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের রমণীদের সঙ্গে একত্রে মিশে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়ে বিহ্বলার মত জলকেলী কর্চ্ছে সে? তবে কি—তবে কি—ক্ষত্রিয়রাজনন্দিনী সে—ঋষির আশ্রম কি তা'কে এতদিন তৃপ্তি দিতে পারে নি? অতৃপ্ত কামনা বুকে নিয়েই কি সে এতদিন বাহ্যিক শুচিতার আচরণ রক্ষা করে এসেছিল? রেণুকা! রেণুকা! রেণুকা!

রেণুকা। একি বিস্মৃতি! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, বারিশূন্য আশ্রম! আমি যাই—আমি যাই।

[পূর্ব্বদৃশ্য বিলুপ্ত হইল]

জম। ওঃ! না না, আর আমার রেণুকাতে কোন প্রয়োজন নেই। গোষ্ঠীপতি ঋষির ধর্ম্ম পত্নী সে।

তাহার আদর্শ হেরি
ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখিবে জগৎ।
এ কি হীন আচরণ তার !
একি চঞ্চলতা নীতি বিগর্হিত !
নিজধর্ম্মে পতিতা যে,
তারে লয়ে কোন ধর্ম্ম হইবে সাধন ?
সন্ধ্যে শুচিস্মিতে ! বহুক্ষণ মোর লাগি
অপেক্ষা করেছ তুমি। যাও এবে—
আর আমি রাখিব না ধরে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচার বিহীন—
মোর পাপভার আমিই ভুঞ্জিব।
অহো ভাগ্যহীন, ভাগ্যহীন আমি।

[প্রস্থান]

[নিশির প্রবেশ]

নিশি।— গীত

আমি নিভায়ে দিয়েছি দিবসের আলো।—
এলায়ে দিয়াছি কুন্তলজাল, ঝরিয়া পড়িছে কালো।
সিঁথিতে পরেছি তারকার হার, কপালে চাঁদের টিপ,—
আঁধার আচলে চারু কারু, ঘরে ঘরে যত দীপ।
যারা মোর প্রজা জাগো, ওঠ, আঁখির দীপ্তি জ্বালো।—
নেমে এস সহচরী নিদ্রা, মোহের মদিরা ঢালো॥

[নিশির প্রস্থান]

[জমদগ্নি ও রেণুকার প্রবেশ]

জম। রেণুকা,
কহ সত্য করি
কিবা হেতু ধর্ম্মভ্রষ্ট করিলে আমায়?

রেণুকা। প্রভু, ক্ষম অপরাধ।
তব পাশে মিথ্যাবাণী না কহিব আমি।
হয়েছিল মতিভ্রম, কর্ত্তব্য বিস্মৃতি।
জলকেলি করে কার্ত্তবীর্য্য-নৃপেশ-রমণী,
সে আনন্দ-কলরোল,
ঋষিপত্নী আমি,
নূতন লাগিল মোর চোখে।
আপনা বিস্মরি যোগ দিনু তাহে।
জানি নাই কোন অবসরে
বিগতা হয়েছে সন্ধ্যা।
চমক ভাঙ্গিল যবে,
লাজে ভয়ে চকিত গতিতে
আসিয়াছি ত্বরা তব পাশে।---
দেহ শাস্তি যথা অভিরুচি

জম। আরে আরে অসংযতা নারি!
ঋষিপত্নী-বিগর্হিত হেন আচরণ!
বুঝিলাম, ক্ষত্রিয়-নন্দিনী,
বিলাস-সম্ভোগ-বাঞ্ছা আজো পার নাই

করিবারে জয়। আজও জাগে চিতে
পঙ্কিল বাসনা-রাশি, অতৃপ্ত কামনা।
ঋষির আশ্রম নহে যোগ্য স্থান তব।
যাও নারী, মুক্তি দিনু তোমা।
ফিরে যাও পিতার আবাসে,—
বিলাসবাসনা তৃপ্ত কর ইচ্ছামত।
এ আশ্রমে আর না আসিও।
বাসনা-পঙ্কিল হৃদে
কলুষিত নাহি করো ঋষির আশ্রম।

রেণু। পতি! পতি! চিরারাধ্য দেবতা আমার!
একি বজ্রগর্ভ বাণী কর উচ্চারণ?
পদাশ্রিতা দাসী তব—
করিও না ত্যাগ।
এক গোটা তিরস্কার কর নাই কভু,
চিরকাল লভিয়াছি স্নেহ স্বপ্নাতীত,—
তব অবহেলা সহিতে নারিব।
এর চেয়ে মৃত্যু দাও মোরে।

জম। মৃত্যু দেব?
মৃত্যুবাঞ্ছা অতীব সহজ,
প্রাণত্যাগ অতীব দুরূহ!—

রেণু। ব্যঙ্গ নাহি কর দেব, ব্যঙ্গ নাহি কর।
যে মুহূর্ত্তে পতিস্নেহে হয়েছি বঞ্চিতা,

যেইক্ষণে হারায়েছি বিশ্বাস তোমার,
শতমৃত্যু বরিয়াছি সেইক্ষণে জেনো।
আত্মহত্যা মহাপাপ যদি না স্পর্শিত,
পতিমুখে কটুবাণী শুনিবার আগে
বহুক্ষণ গতপ্রাণা হেরিতে রেণুকা।

জম। ভাল,
বাক্যে তব অবিশ্বাস আর না করিব।
নিজমুখে করেছ স্বীকার,
অসংযম, কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি,
কুলটা নারীর সনে হীন জলকেলি
অপবিত্র করিয়াছে দেহ মন তব।—

রেণু। নারায়ণ! নারায়ণ! মৃত্যু দাও মোরে।

জম। মৃত্যুবাঞ্ছা জাগে যদি প্রায়শ্চিত্ত তরে,
আত্মহত্যা মহাপাপে দিব অব্যাহতি।
কর্ত্তব্য-কঠিন-হৃদি বাঁধিয়া লইব,
পত্নীহত্যা মহাপাপ নিজ শিরে লব,
পালিব পতির ধর্ম্ম, রক্ষিব পত্নীরে
নরকের মহাগ্রাস হ'তে।
রেণুকা! দৃঢ় হও, স্মর ইষ্টদেবে।
মৃত্যুতরে হয়েছ প্রস্তুত?

রেণু। প্রস্তুত—প্রস্তুত। স্বামি!
নহে মৃত্যু, মুক্তি ইহা গণি।

নারায়ণ ! নারায়ণ ! দিও দেখা অন্তিম সময় ।

জম । কোথা বিশ্ব, বিশ্ববসু,
রুমন্বা, সুষেণ,—কোথা পুত্রগণ ?
এস ত্বরা, কাল বয়ে যায় ।

[রুমন্বাদি পুত্রগণের প্রবেশ]

পুত্রগণ । পিতা ! পিতা !—
কি আদেশ পিতা ?

জম । আসিয়াছ বৎস ?
আছে পিতৃআজ্ঞা এক অতীব কঠিন ।
পারিবে কি অবিচারে পালিবারে তাহা ?

বিশ্ব । অবশ্য পালিব পিতা
কি হেতু সংশয় ?
ধরামাঝে পিতৃআজ্ঞা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণি ।

জম । লও তবে অস্ত্র করে,
দৃঢ় কর মন,
অবিলম্বে ছিন্ন কর জননীর শির ।

বিশ্ব । জননীর শির !
বাতুল হয়েছ পিতা—হেন আজ্ঞা দেহ ?
শ্রেষ্ঠ গুরু তুমি লোকে,
শ্রেষ্ঠতর গণি
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী মোদের ।

বিশ্ববসু। পারিব না—পারিব না পিতা।
হেন আজ্ঞা মোর তরে নহে!

জম। পারিবে না?

বিশ্ব। না—পারিব না!

জম। রুমন্বা? সুষেণ?

রুমন্বা। দাও অভিশাপ যথা অভিরুচি।
পারিব না পিতা
হেন আজ্ঞা করিতে পালন।

জম। দূর হও অবোধ সন্ততি!
নীতিকথা শিখিয়াছ,—শাস্ত্র অভিমানী
শেখ নাই মূল কোথা শাস্ত্রের, নীতির।
যাও দূরে। আর লোকে দেখায়ো না মুখ।
পিতৃআজ্ঞা-অবহেলা পাপে
অগৌরব লভিবি জগতে।

[পুত্রগণের প্রস্থান।

কোথা রাম পুত্র মোর চির আজ্ঞাবহ?
রাম! রাম!

[রামের প্রবেশ]

রাম। প্রণতি চরণে দেব।
কর আশীর্ব্বাদ।

জম। এই যে রাম এসেছ। রাম, তোমার জননী গুরুতর

অপরাধে অপরাধিনী। আমার আদেশ, এই মুহূর্ত্তে তা'কে বধ কর।

রাম। বধ করব! মাতাকে!

জম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বধ কর, এই মুহূর্ত্তে।

রাম। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ"—

মা! মা! এই না তোমার শিক্ষা? এই কি আমার পিতৃচরণে প্রথম অর্ঘ্য জননী?

রেণু। বৎস, প্রতিবাদ করোনা। তুমি যদি আমায় হত্যা করতে দ্বিধা কর, তবে আমি নিজেই আত্মঘাতিনী হ'তে বাধ্য হ'ব। আমার আর বাঁচ্‌তে এতটুকু ইচ্ছা নেই।

রাম। তোমারও এই আদেশ মা?

রেণু। হ্যাঁ বৎস, আমারও এই আদেশ।

রাম। তবে তাই হোক। একি, একি হ'ল! আমার দৃষ্টির সম্মুখে সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল। পা টলছে, মাথা ঘুরছে—দিগন্তব্যাপী প্লাবন ওই এল,—ওই এল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর প্রলয়-উচ্ছ্বাসে গর্জ্জন করে সৃষ্টিকে গ্রাস কর্ত্তে। গেল গেল, সব ডুবে গেল। ওই—ওই যায় বেদরূপী ব্রহ্মা—না না, এই যে আমি মৎস্য রূপে বেদকে ধারণ করে আছি। কে আমি? আমি সেই—মৎস্যরূপে বেদকে রক্ষা করেছিলেম, কূর্ম্মরূপে ধরণীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেম, বরাহরূপে আমারই দশন শিখরে এই বিপুলা পৃথ্বী আশ্রয় পেয়েছিল, নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেম,—আর এই ষষ্ঠ অবতারে এসেছি ভৃগুপতি রামরূপে পাপমগ্না তপ্তা

ধরণীকে শোণিতে স্নান করাতে। ধ্বংস—মূর্ত্তিমান ধ্বংস আমি। কে পিতা? কে মাতা? আমিই মাতা, আমিই পিতা, আমিই সৃষ্টি, আমিই সংহার। কৈ কোথায় অস্ত্র? দাও দাও—অস্ত্র দাও—

জম। এই তোমার পরশু। আজ হতে রাম হবে পরশুরাম নামে খ্যাত।

রাম। এস মাতা. তুমিই হও এ যজ্ঞের প্রথম বলি।

[রেণুকাকে হত্যা করিল]

রেণুকা। উঃ—

রাম। ওঃ! রক্ত রক্ত! রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেল! ওঃ! ওঃ! ওঃ! [পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল।]

জম। ওঠ পুত্র, ওঠ। কিসের মনস্তাপ? সার্থক জন্মগ্রহণ করেছিলে তুমি মানবকুলে। রাম! রাম!

রাম। (বিহ্বলের মত)—কে? কে?—

জম। আমি তোমার পিতা জমদগ্নি,—চিনতে পাচ্ছ না আমাকে?—

রাম। পিতা? পিতা?

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

জম। বৎস! তোমার কার্য্যে আমি প্রীত হয়েছি। বর গ্রহণ কর।

রাম। বর!

জম। হ্যাঁ বৎব। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

তুমি যা প্রার্থনা করবে, তাই আমি তোমাকে দেব। বল তুমি কি চাও?

রাম। বর? কিসের জন্য পিতা?

জম। কেন বৎস, তোমার কি কিছুই স্মরণ নেই? এই মাত্র তুমি যে আমারই আদেশে মাতৃহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হও নি।

রাম। ওঃ! মা! মা! মা!

জম। বৎস! বর নাও, বর নাও। তোমার এ ব্যাকুলতা আমার অসহ্য।—

রাম। হ্যাঁ, দিন, দিন পিতা, আমাকে এই বর দিন যেন এই মুহূর্ত্তে মাতা আমার পুনর্জ্জীবিতা হন।

জম। তথাস্তু। আমি আরো আশীর্ব্বাদ করছি, আজকের এই ঘটনা তার স্মৃতি-পথ হ'তে চিরতরে বিলুপ্ত হ'বে। রেণুকা! উঠে এস। রেণুকা!

[রেণুকা পুনর্জ্জিবীতা হইল]

রেণুকা। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম?

জম। হ্যাঁ, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আশ্রমে যাও। সায়াহ্ন-কৃত্যের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রাম। মা! মা! মা!

রেণু। ওকি রাম, তুমি অমন কর্চ্ছ কেন?

জম। ও কিছু নয়। তুমি সন্ধ্যা বন্দনাদির আয়োজন করগে। যাও।—যাও—   [রেণুকার প্রস্থান।

রাম। পিতা! পিতা!—

জম। যাও বৎস, স্নান করে এস।

[পরশুরাম কুঠার রাখিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল।]

রাম। এ কি হ'ল পিতা? কুঠার যে হাত হ'তে খস্‌ছে না?

জম। খস্‌ছে না! হুঁ, বুঝেছি। পিতার আদেশে হ'লেও মাতৃহত্যা পাপের অন্যথা হয় না। যাও বৎস, ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করে পরিশেষে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে গিয়ে স্নান কর। তোমার পাপ মোচন হ'বে, কুঠার হস্তচ্যুত হ'বে।

রাম। তবে আদেশ করুন, আমি এইখান থেকেই বিদায় হই। (প্রণাম করিল)

জম। আশীর্ব্বাদ করি সফলকাম হও।

গম্যতাম্ কীর্ত্তিলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায়।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায়চ ॥

—):.::(—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।—জমদগ্নির আশ্রম ।

গান

তাপস বালিকাগণ ।

মুঞ্জর তরু, মুঞ্জর আজিকে নূতন প্রভাতে ।
শত ওষধিকা কল্যাণ কর অমল শ্যামল শোভাতে ।
অসীম হইতে অসীমে ছুটিছে নিখিল জীবন-ধারা,
চরাচর তাহে সঞ্জীবিত পুলকে আপন হারা
জেগে ওঠ, ওগো জেগে ওঠ রোদন বেদন নিভাতে ।—
মুঞ্জর তরু মুঞ্জর, গুঞ্জর অলি গুঞ্জর,
আজিকে নূতন প্রভাতে ॥

[প্রস্থান ।

[ভানুমতির হাত ধরিয়া বালকবেশী নারায়ণের প্রবেশ]

গীত

নারা ।—

আমি থাকি লোকের মনে,
মন নিয়ে যে খেলা করি অতি সংগোপনে ॥

জানে না তো কেউ, কখন তুলি মনে ঢেউ—
ঘুর্ণিপাকে ঘোরাই কখন ডোবাই নিরজনে।—
এক হাতেতে ভাঙ্গি আমি, গড়ি অপর হাতে
সৃষ্টি-খেলার মজাটুকু বুঝবে কে বা তা'তে ?
সৃষ্টিছাড়া রঙ্গ জাগে আমার পরশনে ॥

ভানু। কি মিষ্টি গলা তোমার ভাই! আচ্ছা ভাই, তুমি কে তা তো এখনও বল্লে না।

নারা। তুমি তো আচ্ছা দিদি! এই আমাকে ভাই বলে ডাকলে, আবার জিজ্ঞাসা করছ, আমি কে? সে যাক্,—এখন শোন দিদি, মুনিঠাকুর এখনই এখানে আসবেন। তুমি একটু এইখানেই থাক।—তার পর যেমন শিখিয়ে দিয়েছি বুঝ্‌লে ?—

[প্রস্থান।

ভানু। আশ্চর্য্য এই বালক!

[অন্তরালে গমন।

[জমদগ্নি ও মনোরমার প্রবেশ।]

জম। এস মা রাজকুললক্ষ্মী কার্ত্তবীর্য্য-মহিষী। এমন অসময়ে সন্তানকে কেন স্মরণ করেছ মা ?

মনো। বাবা, আপনি আমাদের কুলপুরোহিত, আমার শ্বশুর আপনার পিতা মহর্ষি ঋচিককে পৌরহিত্যে বরণ করেছিলেন। তাই আপনার কাছেই এসেছি বাবা।

জম। কি তোমার কামনা মা ?

মনো। বাবা, মহারাজের মতিগতি দেখে ইদানীং বড়ই শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তাঁর মঙ্গলকামনায় এক ব্রতের অনুষ্ঠান কর্ত্তে চাই।

জম। পতির মঙ্গল কামনায়?

মনো। হ্যাঁ বাবা।

জম। তোমার স্বামীকে এ কথা জানিয়েছ মা?

মনো। না। আমি তাঁকে লুকিয়ে এসেছি। তিনি জানলে আসতে দিতেন না। তিনি ইদানীং আত্মশক্তির অহঙ্কারে দেবদ্বিজে ভক্তি বা বিশ্বাস সবই হারিয়ে ফেলেছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। প্রভু, আপনি এর উপায় করুন।

জম। বড়ই সমস্যার কথা মা। মানুষের কর্ম্মফল অলঙ্ঘনীয়। মহারাজ যদি নীতি বিসর্জ্জন দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করেন, তবে তার ফল তাঁকে অবশ্যই পেতে হবে মা। তোমার পুণ্যবল বা কর্ম্মশক্তি হয়ত কিছু কার্য্যকরী হতে পারে। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব মা।

মনো। চেষ্টা করুন পিতা। মন আমার বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে।

জম। কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি মা।—তোমার এই ব্রতানুষ্ঠান, এ কি সম্পূর্ণ ই রাজার কল্যাণ কামনায়? তোমার কি নিজের জন্য কোন প্রার্থনাই নেই? পতির প্রীতি? ঐশ্বর্য্য? সম্পদ? দীর্ঘজীবন? অনিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি?—ভাল করে ভেবে বল মা, কিছুই কি তোমার কাম্য নেই?

মনো। না পিতা।

জম। মুক্তি? স্বর্গ?

মনো। আমি চাই শুধু পতির কল্যাণ,—আর কিছু নয়।

জম। মা, মহাশক্তির অংশভূতা তুমি, তোমার পাতিব্রত্যের মহিমায় সিদ্ধিলাভ কর—এই আশীর্ব্বাদ করি। এস মা, আমি তোমাদের কুলপুরোহিত, আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু মা, তৎপূর্ব্বে সংযত চিত্তে তোমাকে মহাসাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। শক্তিসাধনা দুর্ব্বলের জন্য নয়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—রেণুকা!—

[রেণুকার প্রবেশ]

জম। যাও, মাকে আমার স্নান করিয়ে নিয়ে এস। আমি তা'কে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করব।

[রেণুকা ও মনোরমার প্রস্থান।

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। ঠাকুর!

জম। কে তুমি?

ভানু। আমি বেদের মেয়ে বাবা।

জম। বেদের মেয়ে! কি চাও?

ভানু। দীক্ষা।

জম। দীক্ষা! কিসের দীক্ষা?

ভানু। ব্রাহ্মণী হবার।

জম। ব্রাহ্মণী হবার! স্পর্দ্ধা!

ভানু। স্পর্দ্ধা হয়ত আমার একটু আছে।

জম। একটু নয়, অনেকখানি। তা নইলে তুমি মহর্ষি জমদগ্নির কাছে এসেছ দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে!

ভানু। কেন ঠাকুর, তা'তে আর দোষ কি হয়েছে? শুনেছি আপনার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্রও চিরদিন মহর্ষি ছিলেন না, তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, আমি একটু বেশী নীচু থেকে একটু বেশী উঁচুতে উঠতে চাইছি।

জম। বালিকা, তুমি আশ্রম পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে দীক্ষা দেব না।

ভানু। কিন্তু ঠাকুর, প্রথম মন্ত্রটা যে আমি পেয়েছি আপনারই কাছে।

জম। পেয়েছ! কি মন্ত্র তুমি পেয়েছ আমার কাছে?

ভানু। ঐ যে বল্লেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—

জম। এ কি আশ্চর্য্য! কিরাতিনি! এ বাক্‌শুদ্ধি তুমি পেলে কোথায়?

ভানু। কিরাতিনী আমি নই। কিরাতের ঘরে জন্মেছি বটে, কিন্তু কর্ম্মফলে আমি এক ব্রাহ্মণের বাগ্‌দত্তা।

জম। এ ও কি আমাকে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে?

ভানু। আমি মিথ্যা বলিনি—

জম। বালিকা, দেখি তোমার হস্তরেখা—(হস্তরেখা দেখিয়া)—এ কি বিস্ময়! এমন ত কখন দেখিনি। মা, তুমি ত সামান্যা কিরাতনন্দিনী নও। তোমার মধ্যে আমি যে মহাশক্তির ছায়া দেখতে পাচ্ছি। বল কে তোমার পতি?

ভানু। তাঁর আদেশ না পেলে ত বলতে পারব না বাবা।

জম। সন্তুষ্ট হলেম। আচ্ছা, তুমি আশ্রমে এস, আমি তোমাকে দীক্ষা প্রদান করব। কিন্তু মা, স্মরণ রেঁখো—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

ভানু। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কার্ত্তবীর্জ্জের প্রমোদ ভবন—রাজার আসন শূন্য, অঙ্গরাজ, বৈশালীরাজ, অবন্তীরাজ ও আজমীঢ়রাজ বসিয়া আছে —নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছে—জনৈকা পরিচারিকা আসব পরিবেশন করিতেছে]

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

সোণার কাঠি, সখা, ছোঁয়ায়ে দিও
পরাণে পরাণে—আধজাগরণে
আপন জনে বুকে তুলিয়া নিও।
ফুলবাসে হারায়ে দিশা
ফুলবনে কাটায়ো নিশা—
মরমকথা কাণে কাণে কহিও।
অধরে অধরে মধু সোহাগে পিও॥

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ—অঙ্গরাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল]

রাজগণ। আসুন মহারাজ আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

কার্ত্ত। কি হে, কি হচ্ছে সব ?

অঙ্গ। আজ্ঞে মহারাজ, আপনারই প্রতীক্ষা কর্চ্ছি। ইত্য-বসরে একটু আমোদ-প্রমোদ—এই যৎকিঞ্চিৎ—

কার্ত্ত। আমোদ প্রমোদ! এদের নিয়ে আবার কি আমোদ প্রমোদ হে! আমার ত ওই ক'খানি মুখ দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। হ্রাস বৃদ্ধি জোয়ার ভাটা কিছুই নেই। নাঃ, ওদের নিয়ে আর চলে না। ওদের বাতিল করে দাও, বাতিল করে দাও।

অঙ্গ। বাতিল—বাতিল—তোমরা সব বাতিল। শুনলে ত সব, মহারাজ কি বল্লেন? তোমাদের নিয়ে আর চলে না। তোমরা সব বিদেয় হও।

অন্যান্য রাজগণ। বিদেয় হও—বিদেয় হও—

লম্বো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই কোষাধ্যক্ষের নিকট হ'তে তোমা-দের মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে স্বদেশ যাত্রা কর।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, তারপর? ওরা ত সব বিদেয় হ'ল। এখন তা হলে করা যায় কি? আজকের রাতটা কাটে কি করে?

কার্ত্ত। করা যায় কি? আরে তা যদি আমিই ভাবব, তাহ'লে তোমাদের মত এতগুলো মাথাওলা লোককে পুষে রেখেছি কেন? তোমরা ভাব, একটা কিছু উপায় আবিষ্কার কর—নূতন আমদানি কর।

অঙ্গ। আর মহারাজ নূতন আমদানী! সে গুড়ে বালি ?

কার্ত্ত। বালি! কেন হে? কি হ'ল আবার ?

লম্বো। আ হা হা তোমরা তো মহারাজের পরকালে বাতি দেবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছ।—তবে আর বালি কেন হে ?

অঙ্গ। আর মহারাজ, সে বড় দুঃখের কথা! (দীর্ঘশ্বাস)

বৈশালী। সে কথা বলা যায় না। (দীর্ঘশ্বাস)

অবন্তি। আমাদের মান সম্ভ্রম কিছুই রইল না। (দীর্ঘশ্বাস)

লম্বো। বলি অত ভনিতা কেন হে? যা বলবে চট্‌পট্‌ বলেই ফেল না ?

অঙ্গ। মহারাজ, বলিব ?

লম্বো। বলিয়া ফেল।

অঙ্গ। মহারাজ, ভয়ে বলিব কি নির্ভয়ে বলিব ?

লম্বো। তা নির্ভয়েই বল—কার সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছ ?

অঙ্গ। উ—হু—হু—মহারাজ! (ক্রন্দন)

বৈশালী। মহারাজ! (ক্রন্দন)

অবন্তী। মহারাজ! (ক্রন্দন)

আজমীঢ়। মহারাজ! (ক্রন্দন)

কার্ত্ত। একি! কি হয়েছে তোমাদের? তোমরা অমন করে বসে পড়লে কেন ?

অঙ্গ। মহারাজ, যা হবার নয়, তাই হয়েছে।

অবন্তি। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গেছে।

বৈশালী। মনে হচ্ছে ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকাই আমাদের শ্রেয়ঃ।

আজমীঢ়। কিম্বা গলায় দড়ি দিয়ে শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়া।

অঙ্গ। আমাদের কাণ ধরে দু'গালে দু'টা চড় মেরেছে।

অবন্তী। তদুপরি নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে।

বৈশালী। পাদুকা-প্রহার করেছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

আজমীঢ়। আবার আপনাকে শুদ্ধ অপমান ক'র্ত্তে চায়!

কার্ত্ত। সে কি! কে কি করেছে তোমাদের? কেন করেছে? স্পষ্ট করে বল।

অঙ্গ। আজ্ঞে মহারাজ, আপনার পুরোহিত—

কার্ত্ত। মহর্ষি জমদগ্নি?

বৈশালী। আজ্ঞে।

অঙ্গ। আজ্ঞে মহারাজ, তার পুত্র—কি আর বল্‌ব মহারাজ—

অবন্তী। আমাদের কত অপমান কর্লে!

বৈশালী। মহারাজকে কত গাল দিলে!

অঙ্গ। আর আমাদের নূতন আমদানীটিকে—অর্থাৎ স্বর্গের অপ্সরাটিকে বেমালুম গাপ্ করে ফেল্লে। য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—(রোদন)

আজমীঢ়। য়্যাঁ—য়্যাঁ—(রোদন)

কার্ত্ত। কি বল্লে সে?

অঙ্গ। বল্লে, যা-যা-যা-যা-যাঃ!—

অবন্তী। বল্‌গে তোদের মহারাজকে—

বৈশালী। যে আমি তা'কে—আমি তা'কে—

আজমীঢ়। (অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক)—কচু জ্ঞান করি।

কার্ত্ত। বটে! স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণের!—

অঙ্গ। বলুন ত মহারাজ, বলুন ত। মহারাজের কুলপুরোহিত বলে—

অবন্তী। নইলে ব্যাটাকে কেটে ফেলতুম।

অঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, বামুন ব্যাটাদের চোখ রাঙানী আর ত সহ্য হয় না।

অন্য সকলে। হুঁ—

কার্ত্ত। স্থির হও, স্থির হও তোমরা। আমাকে ভাবতে দাও।

রাজগণ। চুপ্—মহারাজকে ভাবতে দাও।

লম্বো। মহারাজ এই দীনহীনের একটা নিবেদন শুনবেন কি?

কার্ত্ত। কি, বল?

লম্বো। ঘটনা যা ঘটেছে, তা'তে সেই ঋষিপুত্রের বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বরঞ্চ এই সব ধনুর্দ্ধররাই আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন।

কার্ত্ত। অসম্ভব নয়। বয়স্য, তুমি যা বলছ তা হয় ত সবই সত্য। তথাপি সে আমাকে অবজ্ঞা করেছে। এ স্পর্দ্ধা অমার্জ্জনীয়।

লম্বো। কিন্তু মহারাজ তাঁর অপরাধ?

কার্ত্ত। অপরাধ? হ্যাঁ, অপরাধ একটা চাই বই কি? বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেওয়া রাজধর্ম্ম নয়। প্রয়োজন হ'লে অপরাধ সৃষ্টি করে নিতে হবে। এ রাজনীতি। যে আমার সম্মুখে শির উন্নত করে দাঁড়াবে, তার অপরাধ না থাকলেও আমি তার অপরাধ সৃষ্টি করে নিয়ে তা'কে দণ্ড দেব, তা'কে পদানত

করব। শোন তোমরা, আমি স্থির করেছি, আমরা সকলে কাল দ্বিপ্রহরে সসৈন্যে গিয়ে তার আশ্রমে অতিথি হব। সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কোনমতেই অসময়ে এতগুলি লোকের পরিচর্য্যা কর্ত্তে পারবে না। আমরা সেই সুযোগে, বুঝলে বয়স্য, তার ত্রুটী উপলক্ষ করে, তা'কে তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দেব। তা'কে বুঝিয়ে দেব যে মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্য অবহেলার পাত্র নয়।

[প্রস্থান।

অঙ্গ। জয় জগদম্বা!

লম্বো। মহারাজ!—

অঙ্গ। আর আমাদের পায় কে!

অন্যান্য রাজগণ। আর আমাদের পায় কে? (নৃত্য)

লম্বো। মহারাজ! ও মহারাজ! নাঃ, এ ব্যাটারাই রাজাটাকে খেলে। [প্রস্থান।

বৈশালী। কেমন জব্দ! ব্যাটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ ত দেখনি!

অবন্তী। এইবার সামলাও যাদু!

অঙ্গ। বোলাও, বোলাও সব নাচওয়ালী—বোলাও। আরে ফুলটুসি কোথায় গেল? ফুলটুসি! সে নইলে জমে?

অবন্তী। এই যে এসেছে—এসেছে!

[ফুলটুসী ও অন্যান্য নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

অঙ্গ। প্রেমসে কহো সকলে শ্রীমতি ফুলটুসী বাঈ কি জয়!

সকলে। জয়!!

বৈশালী। একটা হয়ে যাক ফুলটুসি বাঈ, হয়ে যাক।

গীত

অঙ্গ। তোমারি বিরহে, প্রিয়ে, তোমারি বিরহে
জ্বলে মরি দিবানিশি, পরাণ দহে।
ফুল। আমি নই ফুল্‌কো লুচি সখা, ঘিয়ে ভাজা,—
অবন্তী। আছে বুক—
বৈশালী। জ্বলে তায়—
আজমীঢ়। ইঁটের পাজা।
অঙ্গ। তবে ধরিব গাঁজা—
ফুল। তোমাদের ধরাব গাঁজা—
নর্ত্তকীগণ। নৈলে এত জ্বালা কেমনে সহে?
অঙ্গ। তোমার টানে গলায় লেগেছে ফাঁসী!—
নর্ত্তকীগণ। আহা! মাছের শোকে কাঁদে বাঘের মাসী—
অঙ্গ। ম্যাঁও!
বৈশালী। ম্যাঁও!
অবন্তী। ম্যাঁও!
আজমীঢ়। ম্যাঁও!
ফুল। ম্যাঁও!
রাজগণ। আমি হে তোমার দড়ি-কলসী—
ফুল ও নর্ত্তকীগণ। এত জ্বালাতনে প্রাণ কেমনে রহে?

———

তৃতীয় দৃশ্য।

(আশ্রমের অপরাংশ।)

[রেণুকা, জমদগ্নি, জনৈক বৃদ্ধ, জনৈকা নারী, একটি শিশু ও অন্যান্য নরনারীগণের প্রবেশ।]

জম। বল ত রেণুকা, আমি এর কি প্রতিকার করব? প্রবল-প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় রাজগণের অত্যাচার আমি কেমন করে নিবারণ করব? বিধাতা স্বয়ং প্রজারক্ষার ভার অর্পণ করেছেন ক্ষত্রিয়রাজগণের হস্তে। তারাই যদি জীঘাংসাপরায়ণ হয়ে প্রজাকুলকে ধ্বংস কর্ত্তে অগ্রসর হয়, তবে ক্ষুদ্র মানুষ তার কি প্রতিকার করবে?

জনৈক বৃদ্ধ। আমার চোখের স্বমুখে আমার উপযুক্ত পুত্রকে হত্যা করেছে। তার অপরাধ, সে অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিল।

জম। কে তা'কে হত্যা করেছে?

বৃদ্ধ। অবন্তীপুরাধিপতি রাজা সুচন্দ্র।

জনৈকা নারী। বাবা, আমার সোমত্ত মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে।

জম। কে?

নারী। অঙ্গরাজ বীরবাহু।

জনৈক শিশু। বাবাঠাকুর, আমরা কোন দোষ করিনি। তবু রাজার লোক আমার বাবা, মা, দাদা, দিদি, সবাইকে কেটে ফেলে, আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে।

জম। নারায়ণ! নারায়ণ! আর যে শুনতে পারি না।

বৃদ্ধ। আপনি এর প্রতিকার করুন মহাভাগ। আপনি ভিন্ন আর কারু শক্তি নেই যে এ অত্যাচার নিবারণ করে।

অন্যান্য সকলে। প্রভো, আপনি আমাদের রক্ষা করুন, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

নারী। বাবা, শুনেছি আপনার তপোবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

জম। হয়ত হয়। কিন্তু কেন?—কি অধিকারে, আমি—, ক্ষুদ্র এক মানুষ, হস্তক্ষেপ করব বিশ্বনিয়ন্তার কর্ম্মশৃঙ্খলায়?

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। ঠাকুর! বিশ্বনিয়ন্তা বলে কেউ কি আছেন? যদি থাকেন, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জম। না মা, না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি। তিনি সবই দেখছেন. সবই জানছেন। তিনি চিরজাগরূক।

ভানু। কিন্তু ঠাকুর, তিনি কি নিজে নেমে আসবেন এর প্রতিকার কর্ত্তে?

জম। অবশ্য আসবেন। যুগে যুগে কতবার তিনি এসেছেন দেহ পরিগ্রহ করে, অবতাররূপে। তোমরা তাঁকে ডাক, তাঁকে ডাক,—তিনিই এর প্রতিকার করবেন।

বৃদ্ধ। কি বলে ডাকব আমরা ত জানি না। আপনি আমাদের বলে দিন।

[দূর নেপথ্য হইতে আশ্রমবাসিগণের গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল]

জম। ওই শোন আশ্রমবাসিগণ কি গান গাইছে। তোমরাও গাও ওদের সঙ্গে। যত দুঃখ তাঁর পায়ে নিবেদন কর,—তোমাদের দুঃখের অবসান হবে।

[গাহিতে গাহিতে আশ্রমবাসিগণ প্রবেশ করিল—সমবেত জনতা সেই সঙ্গীতে যোগ দিল]

আ-বা-গণ ও জনতা।—

গীত

পতিতা ধরণী চাহে চরণ রেণু, এস এস ভূভারহারি!
এস নারায়ণ নিখিল-পাবন, এস সুদর্শনধারি।।
যুগ অযুত অগণন পার, এস নব যুগে যুগাবতার—
সৃজন পালন নিধন কারণ—নূতন রূপে দানবারি!
মীন কমঠ বরাহ নরহরি! এস ত্রিবিক্রম বলির দুয়ারি।
করুণা-পারাবার! ভকত-হিয়াহার! ডাকিছে কাতরে নরনারী।

[জমদগ্নি ও রেণুকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জম। নারায়ণ! নারায়ণ! এ কি ইচ্ছা তোমার! এর পরিণতি কোথায়? অ্যাঁ! একি! কে আমার বুকের ভিতর থেকে ডেকে বল্লে, এর পরিণাম ধ্বংস। না না, ধ্বংস নয়, ধ্বংস নয়,—রক্ষা কর, রক্ষা কর। এস তুমি মাতৃরূপে, জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃরূপে—সন্তানকে রক্ষা কর ধ্বংস হ'তে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মনোরমা! মনোরমা!

[মনোরমার প্রবেশ]

মনো। আদেশ করুন পিতা ?

জম। পারবি মা, এই অত্যাচারের স্রোত রোধ কর্ত্তে ? তোর দিগ্বিজয়ী স্বামীকে—

মনো। আমি দেখব বাবা একবার চেষ্টা করে।

জম। না না,—এ আমি কি বল্‌ছি ? তোর কথা ত সে শুনবে না। না মা, যে সাধনায় তুই লিপ্ত আছিস সেই তোর ধ্যান—সেই তোর জ্ঞান। [জমদগ্নির প্রস্থান—রেণুকা ও মনোরমার ভিন্নদিকে প্রস্থান]

[ধনুর্ব্বাণহস্তে ভানুমতীর পুনঃপ্রবেশ]

ভানু। ভূভারহরণকারী নারায়ণ যদি আসেন নেমে সুদর্শন করে এর প্রতিকার কর্ত্তে, তিনি আসুন। কে তাঁকে বারণ করেছে ? কিন্তু তাই বলে মানুষ কি এতই ক্ষুদ্র, যে সে শুধু পড়ে পড়ে পদাঘাতই সহ্য করবে ? বাবা ! বাবা ! এই কি তোমার শক্তি-সাধনার মর্ম্ম ?

[জমদগ্নির পুনঃপ্রবেশ]

জম। ভানুমতী ! ভানুমতী !—একি ! তুমি ধনুর্ব্বাণ কোথায় পেলে ?

ভানু। তৈরি করেছি বাবা।

জম। তৈরি করেছ ! কেন ? কি প্রয়োজনে ?

ভানু। ক'দিন থেকে বন্য হস্তী এসে আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে গাছপালা ভেঙ্গে বড়ই উপদ্রব সুরু করেছে। তা ছাড়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের উৎপাতে আশ্রম-মৃগও নিরাপদ নয়। তাই—

জম। ভুল তোমার বালিকা। হিংস্র জন্তু আশ্রম-সীমায় প্রবেশ করে না। যদি করে,আমার তপঃপ্রভাবে তারা হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করবে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভানু। কিন্তু বাবা, হিংস্র মানুষ যদি আসে ?

জম। হিংস্র মানুষ! হিংস্র মানুষ তপোবনে কেন আসবে মা ? এ কথা কেন উচ্চারণ কর্লি জননী ?

ভানু। তা ত জানি না বাবা।

জম। না, না বালিকা, এ তোমার অমূলক কল্পনা। তুমি এ ধনুঃশর পরিত্যাগ কর মা। তুমি যে ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণের হাতে ত আয়ুধ শোভা পায় না।

ভানু। কেন বাবা, ব্রাহ্মণের পক্ষে কি আত্মরক্ষাও নিষিদ্ধ ?

জম। নিষিদ্ধ ? না, নিষিদ্ধ নয়। আত্মরক্ষা নিষিদ্ধ নয়। আমি নিজে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করেছি, রেণুকাকেও তা শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু তার ব্যবহার আমরা কখনও করিনি, বোধ হয় করবও না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ভানু। কিন্তু বাবা, বলে যান, সকলের পক্ষে কি একই ব্যবস্থা ?

জম। এ কি করালিনী মূর্ত্তির বিভীষিকা দেখাচ্ছিস মা ? শক্তিরূপিণী জননী, আবার কি কালিকা মূর্ত্তিতে প্রলয় আনবার সঙ্কল্প করেছিস ?

ভানু। বলুন বাবা, আমার পক্ষেও কি ওই একই ব্যবস্থা ?

[রেণুকার প্রবেশ]

জম। তা ত বলতে পারব না মা। জানিনা বিধাতার ইঙ্গিত কোন দিকে তোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শক্তিসাধিকা তুই, তোর সঙ্কল্পে বাধা দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

ভানু। বেশ,তবে এ ধনুঃশর আমি ফেলব না। তবে তোমার কথায় আজকের মত একে সংযত কর্লেম।

ব্যস্তভাবে জনৈক শিষ্যের প্রবেশ]

শিষ্য। গুরুদেব, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সসৈন্যে আশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থিত।

জম। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য! যাও, তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস। না, চল আমিই যাচ্ছি।

ভানু। বাবা, হিংস্র মানুষ। [প্রস্থান।

জম। বলিস নে,বলিস নে রাক্ষসী! আমি ওর কুলপুরোহিত। রেণুকা! এ বালিকা একটী প্রহেলিকা। ওকে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারলেম না।

[মনোরমার পুনঃপ্রবেশ]

মনো। বাবা, আমি এখন কি করব?

জম। তুমি যাও মা, পঞ্চবটীর অভ্যন্তরস্থ লতাকুঞ্জে বসে তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর। আমার আহ্বান না পেলে আসন ত্যাগ করো না। [মনোরমার প্রস্থান।

জম। রেণুকা, তুমি যাও, শীঘ্র পাদ্যঅর্ঘ্য প্রস্তুত করগে।

রাজ-অতিথি দ্বারে উপস্থিত। তাঁর অভ্যর্থনার যেন কোনও ত্রুটী না হয়।　　　　[প্রস্থান।

রেণুকা। কোন চিন্তা নেই স্বামী। গোরূপা মহালক্ষ্মী মা সুরভি আশ্রমে রয়েছেন। তাঁর কৃপায় কোন জিনিষেরই অভাব হবে না। চাইবামাত্রই সব উপস্থিত হবে।　　　　[প্রস্থান।

—:⁘:—

চতুর্থ দৃশ্য

[জমদগ্নি, কার্ত্তবীর্য্য, লম্বোদর, ত্রিপুণ্ড্রক ও রাজগণের প্রবেশ]

জম। স্বাগত, মহারাজ, স্বাগত। আসুন, আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে চরিতার্থ করুণ।

কার্ত্ত। মুনিবর, আপনার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করব, এ ত পরম ভাগ্যের কথা। বিশেষ, আপনি যখন আমাদের কুল-পুরোহিত। কিন্তু বোধ হয়, সে সৌভাগ্য আপাততঃ বিধাতা আমার কপালে লেখেন নি।

জম। কেন মহারাজ ?

কার্ত্ত। আমার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত লোকজন বহু। তা'দের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করে আমি কেমন করে বিশ্রাম করব মহাভাগ ?

জম। তার জন্য চিন্তা নেই মহারাজ। আপনি আজ সসৈন্যে আমার অতিথি।

লম্বো। আপনি বলেন কি ঠাকুর! এতগুলো লোক—গিল্‌বে কত তা হিসেব করেছেন? তারপর নিদ্রা।—আপনার ত এই খানকয়েক কুঁড়ে ঘর। তাহ'লে কাজে কাজেই গাছতলায় ঘাসের উপর গড়াতে গড়াতে মশক-বিতাড়নেই রাত্রি অতিবাহিত হবে। আমাদের লোকজনরা সে আনন্দ যথেষ্ট উপভোগ করেছে। তারা আর তা'তে রাজী নয়।

জম। চিন্তা কি ব্রাহ্মণ? ভার দেবার অধিকারী যিনি, তিনি যখন ভার দেন, তখন তা বইবারও শক্তি দেন। আসুন মহারাজ, পাদ্যঅর্ঘ্য গ্রহণ করবেন চলুন। আসুন ব্রাহ্মণ। এস, তোমরাও এস।

লম্বো। আপনারা এগোন। আমি একবার আশ্রমের চার-দিকটা ঘুরে ফিরে দেখে আসছি। বাঃ! এ ত বড় চমৎকার তপোবন! গাছে গাছে ফুল ফল যেন আর ধরে না। বড় বড় গাছগুলো ফলের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে। কুমড়োর মত এক একটা আম, পেয়ারার মত এক একটা জাম, হাতীর মাথার মত এক একটা নারিকেল! তাই কি ছাই কোন ফলের কাল অকাল আছে? সব ঋতুর সব ফলই এক সঙ্গে ফলে রয়েছে! মহারাজকে বলব, এই সব গাছের গোটাকতক চারা নিয়ে গিয়ে রাজধানীর উদ্যানে রোপণ কর্ত্তে। (নেপথ্যে সুরের ঝঙ্কার)—আরে! সুরের ঝঙ্কার কোথা থেকে আসে? কারা যেন গাইছে! তপোবনে কি দিন রাত স্বর্গের আনন্দোৎসব লেগেই আছে নাকি রে বাবা? দেখতে হ'ইত

(সহসা মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ হইল—দেখিতে দেখিতে আশ্রম পরিবর্ত্তিত হইয়া অট্টালিকাশ্রেণী প্রকাশিত হইল)

অ্যাঁ! এ কি বাবা! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি? ওরে বাপ রে বাপ! এ কি সর্ব্বনেশে মুনি রে বাবা! মুনি নয় ত, এ যে দেখছি যাদুকর! দেখতে দেখতে সারা বনটা একটা সুরম্য সহর হয়ে গেল! এ রপর কি বাঁশপাতা খাইয়ে ভেড়া বানিয়ে বেঁধে রাখবে নাকি? না বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু—নাঃ, গোঁয়ার গোবিন্দ রাজাটাকে ফেলে যাওয়া হবে না। দেখি রাজা কোথায়।

[গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

ও বাবা! এরা আবার কারা? এ যে দেখছি একপাল নর্ত্তকী! তপোবনে এ সব কি রে বাবা! নাঃ, ভেড়া বন্‌বার আর দেরী নেই।

নর্ত্তকীগণ। গীত

এস হে প্রিয়! এ নব নন্দিত ভবনে—
পুলক-মধুর মধুপবনে।
আজিকে পুণ্যতিথি—স্বাগত হে বরেণ্য অতিথি!
লহ অর্ঘ্য-প্রণতি, কর করুণা দীন জনে।
চরণতলে তব কুসুমিতা ধরণী
আমোদিনী শ্যামবরণী—
তোমার লাগিয়া রয়েছে জাগিয়া অঞ্জলি দিতে চরণে ॥

লম্বো। মায়াবিনী! মায়ার রাজ্য! না বাবা, পালাই। মহারাজ! মহারাজ!—

কার্ত্ত। (নেপথ্যে)—বয়স্য! বয়স্য!

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

লম্বো। এই যে মহারাজ, ল্যাজ্বা মুড়ো শুদ্ধ অক্ষত আছেন দেখছি। এলেন, ভালই হ'ল। চলুন সসম্মানে লম্বা লম্বা পা ফেলে পলায়ন করি। এ কুহকিনীদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান!

কার্ত্ত। কুহকিনী! তুমি কুহকিনী কা'দের বলছ?

লম্বো। আর বলাছি! বেশী বলবার সময় কৈ? এখন না গেলে এর পর বাঁশপাতা খাইয়ে ভেড়া বানিয়ে বেঁধে রাখবে। তখন আর কথা কওয়া চলবে না।—শুধু সিং নাড়া, আর ব্যাঁ—ব্যাঁ—ব্যাঁ।

কার্ত্ত। না, না বয়স্য, এ সব মুনির তপঃপ্রভাব। এরা সব পরিচারিকা, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছে।

[ত্রিপুণ্ড্রকের প্রবেশ]

ত্রিপু। মহারাজ, আশ্চর্য্য ঘটনা। দলে দলে সূপকার চক্ষের নিমেষে রাশি রাশি রাজভোগ প্রস্তুত কর্চ্ছে। সহস্র সহস্র পরিচারক পরিবেশন কর্চ্ছে। সৈন্যগণ আহারে বসেছে। যে যত পাচ্ছে, খাচ্ছে। কিছুরই অভাব নেই। কোথা থেকে যে দ্রব্যজাত আসছে, এ সব লোকই বা কোথা থেকে এল, কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না। এ যেন একটা বিরাট প্রহেলিকা।

লম্বো। তাইত বলছিলেম মহারাজ—

কার্ত্ত। ত্রিপুণ্ড্রক, আমি রাজা। আমিও পার্ত্তেম না, রাজধানীর মত স্থানে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সব আয়োজন কর্ত্তে।

লম্বো। আমি বলছি মহারাজ, এ সব যাদু।

[জমদগ্নির প্রবেশ]

জম। এই যে আপনারা এখানে। আসুন, স্নানাদি করবেন চলুন। (পরিচারিকাদের প্রতি)—তোমরা এঁদের নিয়ে যাও নিজ নিজ আবাসে। স্নানাদির ব্যবস্থা করে দাও।

লম্বো। উঁহুঁ, তা হবে না। আমরা একসঙ্গে থাকব। (স্বগতঃ)—ভেড়া যদি হ'তেই হয়, ত এক সঙ্গে হওয়াই ভাল।

জম। বেশ, তাই হবে। [জমদগ্নির প্রস্থান।

নর্ত্তকীগণ।—　　　　গীত

আজকে বঁধু মোদের সনে খেলবে এস নূতন খেলা।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ণা ঝরে, বনে বনে ফুলের মেলা।

[কার্ত্তবীর্য্য ও ত্রিপুণ্ড্রকের প্রস্থান।

গন্ধ তেলে স্নান করাব, ফুলের মধু পান করাব,
কাণে কাণে গান শুনাব, চলবে প্রমোদ সারা বেলা।
কিশলয়ে সেজ বিছিয়ে মরম-কপাট খুলে দিয়ে,
রূপের গাঙে ভাসিয়ে দেব কল্পলোকের স্বপন-ভেলা॥

[লম্বোদর ও পশ্চাতে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

[অঙ্গরাজ ও ফুলটুসীর প্রবেশ]

অঙ্গরাজ। ও ফুলটুসী! এ কোথায় এসে পড়লুম?

গীত

অঙ্গ। একি ভূতের দেশে এসে পড়লুম বা—
ফুল। আমার কেমন কেমন কচ্ছে যেন গা।
অঙ্গ। ধরনা দেখন-হাসি ও প্রেয়সী—হি হি হি আমার
কাঁপছে ভয়ে গা
ফুল। এ ভূত কয়না কথা, মুচ্‌কে হেসে আড় নয়নে চায়।
অঙ্গ। মুখেতে মিঠি হাসি—
ফুল। —গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দিয়ে যায়।
অঙ্গ। তারে ধরতে গেলে যায় যে সরে নাগাল পাওয়া দায়
ফুল। আমার গা ছম্ ছম্, মন থম্ থম্ ফুরফুরে হাওয়ায়।
অঙ্গ। এযে দাঁড় কোদালের ঘা—
ফুল। জপ ইষ্টি গুরুর ছা ।। [উভয়ের প্রস্থান।

[কার্ত্তবীর্য্য ও ত্রিপুণ্ড্ কের পুনঃ প্রবেশ]

কার্ত্ত। সেনাপতি, দেখলে,—কোন আয়োজনে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই!

ত্রিপু। দেখলুম সম্রাট।

কার্ত্ত। আমি চমৎকৃত। যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। কি এই বিরাট রহস্য সেনাপতি? এর কারণ কিছু অনুসন্ধান কর্ত্তে পার?

ত্রিপু। মহারাজ, অসীম তপোবল এই মহর্ষি জমদগ্নির,—তা ভিন্ন আর কি কারণ হতে পারে?

কার্ত্ত। তথাপি একটা উৎস ত আছে, যেখান থেকে এই সব

সামগ্রী লোকজন উদ্ভূত হচ্ছে। যজ্ঞকুণ্ড থেকে হোক, মৃত্তিকা ভেদ করে হোক; অন্য কোথাও থেকে হোক—

ত্রিপু। তা ত জানি না মহারাজ।

কার্ত্ত। জানতে হবে। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না এর অর্থ ত্রিপুণ্ড্রক। অসীম স্পর্দ্ধা এই ব্রাহ্মণের। সে দেখাতে চায় পৃথিবী-পতি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য।

[লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। এই যে মহারাজ। মহারাজ, একটা গরু।

কার্ত্ত। মহারাজ একটা গরু!

লম্বো। হাঁ মহারাজ, একটা গরু—

কার্ত্ত। বয়স্য, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বোধ হয় এখনও তোমার স্নানাহার হয় নি?

লম্বো। আর স্নানাহার! স্নানাহার মাথায় উঠেছে মহারাজ। ব্যাপার দেখে হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে। মহারাজ, একটা গরু।

কার্ত্ত। গরু! কোথায় গরু?

লম্বো। কেন গোয়ালে। তা সে গোয়াল বল্লেও হয়, ইন্দ্রপুরী বল্লেও হয়। তাঁর আকৃতি—ঠিক যেন ঐরাবতের দ্বিতীয় সংস্করণ। বর্ণ—দুগ্ধফেননিভ। শৃঙ্গ দু'টি স্বর্ণবর্ণ, তা থেকে জ্যোতিঃ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ক্ষুর তার রজত বর্ণ। দেখলে মনে হয় চাঁদ উঠেছে। আহার কচ্ছেন তিনি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি ফুল। আর গোময় তাঁর গৈরিক। অদ্ভুত, মহারাজ অদ্ভুত!

কার্ত্ত। এমন গাভী কি সংসারে আছে?

লম্বো। আছে মহারাজ, আছে—ভয়ঙ্কর আছে। যা কিছু দেখছেন, সেই গরু থেকেই সব হচ্ছে।

কার্ত্ত। গরু থেকে সব হচ্ছে!

লম্বো। হ্যাঁ মহারাজ, গরু থেকেই সব হচ্ছে। মুনি গিয়ে বল্লেন—"মা! ময়দা চাই।" অম্নি তাঁর এক বাঁট থেকে হুড়্ হুড়্ করে ময়দা ঝর্‌তে লাগল,—দেখতে দেখতে ময়দার পাহাড় জমে গেল। ঠাকরুণ গিয়ে বল্লেন—"মা! ঘি চাই।" অম্নি তাঁর আর এক বাঁট থেকে ঝর্ ঝর্ করে ঘি ঝরতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘিয়ের নদী বয়ে গেল। এম্নি করে অসন বসন বিছানা বালিস যা কিছু সব হচ্ছে,—মায় অপ্সরা, নর্ত্তকী, পরিচারিকা পর্য্যন্ত।

কার্ত্ত। তবে কি কামধেনু?

লম্বো। হয়ত হবে।

কার্ত্ত। ত্রিপুণ্ড্রক! সে গাভী আমাদের চাই।

লম্বো। এঁ্যা! বলেন কি মহারাজ!

ত্রিপু। কিন্তু মহারাজ, পাবার উপায় কি?

কার্ত্ত। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চার উপায়। প্রথমে মিষ্ট বাক্যে প্রার্থনা, তারপর প্রলোভন, তারপর চাতুর্য্য—অবশেষে যুদ্ধ। এস দেখি মহর্ষি কোথায়?

লম্বো। মহারাজ, দোহাই আপনার, এই সর্ব্বনেশে মুনিকে ঘাটাবেন না। কাজ নেই আমাদের ও ভূতুড়ে গরুতে। কোন দিন ও নিজ মূর্ত্তি ধরে আমাদের ঘাড় মট্‌কাবে।

[জমদগ্নির প্রবেশ]

জম। মহারাজের কল্যাণ হোক। আশা করি, আপনার কিম্বা আপনার সঙ্গীদের কোন অসুবিধা হয় নি।

কার্ত্ত। না মহর্ষি। আপনার আয়োজন অতি অপূর্ব্ব। এর আগে এতগুলি লোকের জন্য এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুব্যবস্থা আর কেউ কর্ত্তে পেরেছে বলে ত শুনি নি। অদ্ভুত আপনার শক্তি!

জম। আমার শক্তি কিছু নয় মহারাজ। সবই অনন্ত-শক্তি-ময়ীর দান।

কার্ত্ত। কে সেই অনন্ত-শক্তিময়ী? সে কি আপনায় ওই গাভী?

জম। মহারাজ, তিনি সামান্যা গাভী নন। তিনি জগন্মাতা, গোরূপা মহালক্ষ্মী।

কার্ত্ত। তাই বলছি মহর্ষি! আমি রাজা, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। লক্ষ্মীর স্থান হওয়া উচিত আমারই প্রাসাদে। মহর্ষি ও গাভী আমার—আপনি আমায় দান করুন।

জম। সে কি মহারাজ! পৃথিবীর অধিপতি আপনি, আপনি এ দীন ব্রাহ্মণের ধনে লোভ করেন!

কার্ত্ত। মহর্ষি! আপনার তুলনায় আমি যে অতি দীন।

জম। সত্য মহারাজ, আপনি অতি দীন। পার্থিব ঐশ্বর্য্য আপনার আছে, কিন্তু অন্তর আপনার দৈন্যের হাহাকারে পূর্ণ। মহারাজ, আপনার এ দৈন্য আমি দূর করব।—এক লক্ষ্মী স্বরূপা নারীরত্ন আমি আপনাকে দান করব।

কার্ত্ত। নারী! কে নারী?

জম। রেণুকা! মনোরমাকে নিয়ে এস।

কার্ত্ত। মনোরমা! রাজ্ঞী মনোরমা! তিনি এখানে কি করে এলেন? কখন এলেন?

[মনোরমাকে লইয়া রেণুকার প্রবেশ]

মনো। পিতা!

জম। মহারাজ! নিয়ে যান এই রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত লক্ষ্মীপ্রতিমা। আপনার গৃহ পবিত্র হবে, কুল উজ্জ্বল হবে। যাও মা, পতির অনুগামিনী হও।—(মনোরমা প্রথমে স্বামীকে, পরে মহর্ষিকে ও রেণুকাকে প্রণাম করিল)—আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বথা তোমাকে রক্ষা করবে। রেণুকা! মাকে আমার মাল্য-চন্দনে সিন্দূর-কুঙ্কুমে ভূষিতা করে দাও। আর সে ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী নয়। তপস্যা তার পূর্ণ হয়েছে। তপস্যান্তে পতির চরণে প্রণাম করেছে।

[রেণুকা ও মনোরমার প্রস্থান।

কার্ত্ত। মুনিবর! মনোরমা আমার পত্নী। তা'কে দান করে আমাকে ভোলাতে চান?

জম। এ সে মনোরমা নয় মহারাজ। আমি একে নূতন করে গড়েছি—আপনারই কল্যাণের জন্য।

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি—আলোক ম্লান হইল)

জম। আমি যাই মহারাজ, সন্ধ্যাবন্দনাদির কাল সমাগত।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

কার্ত্ত। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ। আমি এই শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি; তুমি স্বেচ্ছায় ও গাভী আমাকে দেবে কিনা?

জম। কি আশ্চর্য্য! মহারাজ! এখনও আপনার লোভ গেল না!

কার্ত্ত। লোভ আমার না তোমার?—রাজাকে বঞ্চিত করে দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্ত্তে চাও? লোভী! ভণ্ড! শঠ!—

জম। মহারাজ, আপনি অপ্রকৃতিস্থ। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

কার্ত্ত। তবে আর আমার কোন দোষ নেই। ত্রিপুণ্ড্রক!—

ত্রিপু। মহারাজ!

লম্বো। আমি বলি মহারাজ, চলুন ফিরে যাই। মুনির ভাবগতিক আমার ভাল ঠেক্‌ছে না। কাজ নেই ও গাভীতে। শেষটায় কি—

কার্ত্ত। ব্রাহ্মণ! তুমি যাও, সন্ধ্যাবন্দনাদি করগে।

লম্বো। বলেন যাচ্ছি। কিন্তু মহারাজ, স্মরণ রাখবেন, এ আমার মত বামুন নয়। শেষে কি বিশ্বামিত্র রাজার অবস্থা ঘটাবেন? তারপর গরু যদিও পান, মুনি হয় ত তার কাণে এমন গুরুমন্তর দিয়ে দেবে, যে তখন তার বাঁট থেকে ঘি দুধ বেরোনো চুলোয় যাক, কুটো গাছটীও বেরুবে না। উপরন্তু, দু'দিনে বাগানের সব ফুল ফল খেয়ে উজোড় করে দেবে।

কার্ত্ত। ত্রিপুণ্ড্রক!

ত্রিপু। মহারাজ, আদেশ করুন, বলে গাভী গ্রহণ করি।

কার্ত্ত। তুমি ভেরীধ্বনি কর। আমরা বলেই গাভী গ্রহণ করব।—(ত্রিপুণ্ড্রকের প্রস্থান) বিশ্বামিত্র পারে নি, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য পারবে। শিববরে অজেয় আমি,—নরদেহে বিষ্ণু ছাড়া আর কারও কাছে আমার পরাজয় নেই। সামান্য কামধেনুর শক্তিকে কার্ত্তবীর্য্য ভয় করে না।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল)

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে)—"এই দিকে—এই দিকে"—ইত্যাদি।

লম্বো। সর্ব্বনাশ 'হ'ল।' এইবার সব গেল, সব গেল।

[প্রস্থান।

[জমদগ্নির প্রবেশ]

জম। এ কি হ'ল! কিসের এ ভেরীধ্বনি? কিসের কোলাহল? কিছুই ত বুঝতে পার্চ্ছি নে।

[রেণুকার প্রবেশ]

রেণু। আর্য্যপুত্র! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাজার সৈন্যেরা বলপূর্ব্বক মাতা সুরভিকে অপহরণ কর্ত্তে আসছে।

জম। এত হীন এই ক্ষত্রিয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য! বলে ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করে! মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি এখনও এদের ভার বহন কর্চ্ছ?

রেণু। শীঘ্র আসুন প্রভু, মাতাকে রক্ষা করুন।

জম। আমি গিয়ে কি করব রেণুকা? আমি দুর্ব্বল তপস্বী ব্রাহ্মণ বইত নই। আমার শক্তি কতটুকু?

রেণু। সে কি প্রভু! সমগ্র ধনুর্ব্বেদ আপনার নখদর্পণে—

জম। তাহ'লেও আমি ব্রাহ্মণ।

রেণু। তবে কি ক্ষত্রিয় রাজা মাতা সুরভিকে বলে হরণ করে নিয়ে যাবে, আর আপনি তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন?

জম। মাতাকে তুমি জান না, তাই ও কথা বলছ। তাঁর যদি ইচ্ছা না হয়, কার সাধ্য তাঁকে নিয়ে যেতে পারে। তুমি যাও, তাঁকে গিয়ে বল, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আত্মরক্ষা করুন।

রেণু। যথা আজ্ঞা প্রভু।　　[প্রস্থান।

জম। রাজা, রাজা, বুঝলেম, তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। মনোরমা! মনোরমা!

[মনোরমার প্রবেশ]

মনো। কি বাবা?

জম। মা! মা! আর ত আমি আমার পুরোহিতের ধর্ম্ম অটল রাখতে পার্চ্ছি না। মা! তোমার স্বামীর মঙ্গল কামনার পথে তোমার স্বামীই যে প্রধান বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। নারায়ণ! এ কি পরীক্ষায় আমায় ফেল্লে প্রভু?

মনো। বাবা, এখন আমি কি কর্‌ব?

জম। সঙ্কল্প অটল রাখ্ মা—সঙ্কল্প অটল রাখ্। আমি পার্চ্ছি না, কিন্তু সতীশিরোমণি তুই, দেখ মা, তুই যদি পারিস্ তা'কে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করতে।　　[প্রস্থান

মনো। শক্তি দাও মা মহেশ্বরী, শক্তি দাও। এই বর দাও জননী, যেন সহস্র উত্তেজনার মধ্যেও পতির কল্যাণকামনায় চিত্ত অটল রাখতে পারি। [প্রস্থান।

[লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ! এ কি বিদ্‌ঘুটে গরু রে বাবা! হাম্বা করে এক একটা ডাক দিচ্ছে, আর অম্নি পা থেকে, লেজ থেকে, পেট থেকে, ক্ষুর থেকে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা অস্ত্র হাতে করে বেরুচ্ছে—ঠিক যেন এক একটা যমদূত। নাঃ, রাজার সৈন্য আর টঁ্যাকে না। আমি তখুনি বারণ করেছিলেম—

[ত্রিপুণ্ড্রকের প্রবেশ]

ত্রিপু। মহারাজ! মহারাজ!—মহারাজ কোথায় ব্রাহ্মণ?

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্ত্ত। কি সংবাদ সেনাপতি?

ত্রিপু। মহারাজ, আমরা পেরে উঠছি না। আপনিও আসুন।

কার্ত্ত। কিন্তু মুনি এত সৈন্য পেলে কোথায়?

লম্বো। মহারাজ, সেই গরু। এক গরু হ'তেই সর্ব্বনাশ হ'ল। এখনও সময় আছে মহারাজ। এখনও ক্ষান্ত হোন।

কার্ত্ত। এ সমস্তের মূলে সেই মুনি। আমি দেখব একবার এই

মুনিকে। আশ্রমের কাউকে জীবিত রাখব না। চল সেনাপতি, আমি প্রস্তুত।

[কার্ত্তবীর্য্য ও ত্রিপুণ্ড্রকের প্রস্থান।

লম্বো। নাঃ, শুনলে না। আগুনমুখো পতঙ্গ আর রণমুখো ক্ষত্রিয়, এদের রোখে কে? আমি আর কি করব? যাই যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করিগে।—(অগ্রসর হইয়া নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—ইস্! রাজার সৈন্যগুলো সব দেখতে দেখতে যে প্রায় কচুকাটা হয়ে গেল। ত্রিপুণ্ড্রক আহত, রাজা নিজেও আহত,—তথাপি যুদ্ধ কচ্ছে—অসীম বিক্রমে যুদ্ধে কচ্ছে! কি অদ্ভুত রণনৈপুণ্য এই রাজার! একা যেন সহস্র হস্তে যুদ্ধ কর্চ্ছে!—এ কি দেখতে দেখতে মায়া সৈন্য সব রাজার হস্তে নিহত!—কামধেনু বন্দী!—বাঃ বাঃ বাঃ রাজা! অদ্ভুত তোমায় বীরত্ব!—বিশ্বামিত্র যা পারে নি, তুমি তাই কর্লে—(নেপথ্যে সমবেত আর্ত্তনাদ)—এ কি!—কিসের এ আর্ত্তনাদ? সর্ব্বনাশ! রাজা আশ্রমবাসীদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যা কচ্ছে। মহারাজ, ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন!—

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে) রক্ষা কর, রক্ষা কর,—আমরা কোন অপরাধ করিনি।

কার্ত্ত। হত্যা—হত্যা, কাউকে জীবিত রাখব না।

[জমদগ্নির প্রবেশ]

জম। ওকি! আশ্রমবাসীদের বধ কচ্ছে? হায় হায়! কি

সর্ব্বনাশ কর্চ্ছে এরা! নারায়ণ! নারায়ণ!—ওরে ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, ওদের হত্যা করিস নে। ওদের কোন দোষ নেই।

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্ত্ত। তা জানি। যত দোষ তোমার।—এই তার শাস্তি—
(জমদগ্নিকে আঘাত করিল)

জম। ওঃ!—(পতন)

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। বাবা!—বাবা!—

[ব্যস্তভাবে লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। মহারাজ! কামধেনু চলে গেল।

কার্ত্ত। চলে গেল! সে কি?

লম্বো। আমাদের সৈন্যেরা তাকে ধরে রাখতে পার্লে না।

কার্ত্ত। কোথায় পালাবে! চল দেখি।
[উভয়ের প্রস্থান।

জম। মা, এইখানে আমাকে শুইয়ে দাও। আমার আয়ু শেষ হয়েছে, আর সময় নেই। রেণুকাকে বলো অনুমৃতা হ'তে। আর তুমি—কে তুমি? যাবার আগে তোমার পরিচয়—

ভানু। পিতা, আমি আপনারই কুলবধূ। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র আমাকে চরণে স্থান দিয়েছেন।

জম। কে! রাম?—(ভানুমতী ঘাড় নাড়িল)—

আঃ ! মা, বড় সুখী কর্লে আমাকে। আশীর্ব্বাদ করি, তার উপযুক্ত পত্নী হও।

ভানু। দুঃখ করবেন না পিতা। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, তা হ'লে আপনার পুত্র উপযুক্ত শাস্তি দেবে এই পিশাচ রাজাকে, যে ব্রাহ্মণের ধনে লোভ করে এই পবিত্র আশ্রম নররক্তে কলুষিত করেছে। বিশ্বাস করুন পিতা, আপনার মৃত্যু বিফল হবে না।

জম। ভুল, বালিকা ভুল। আমার মৃত্যু নাই। আত্মা আমার অবিনশ্বর। এই দেহ পঞ্চভৌতিক মায়া বইত আর কিছু নয়। তথাপি দেহ তার ধর্ম্ম পালন করবে। এই অন্তিমেও পিপাসা!—জল—এক ফোঁটা জল দাও আমাকে।

ভানু। আমি, জল দেব! আপনি খাবেন আমার ছোঁয়া জল?

জম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাব। তুমি যে ব্রাহ্মণী, আমার কুললক্ষ্মী।

ভানু। আমি এখনই আনছি বাবা। [প্রস্থান।

জম। আঃ—নারায়ণ! নারায়ণ!—রেণুকা! রেণুকা—

[বেগে রেণুকার প্রবেশ]

রেণু। স্বামি! স্বামি!—

জম। রেণুকা!

রেণু। ওঃ! আজন্ম তপস্বী, ক্ষমাশীল নির্ব্বিরোধী ব্রাহ্মণ! তোমার এই দশা!—না না, দেবতা আমার! শক্তি থাকতেও

তুমি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা আঙ্গুলও তুল্লে না। কিন্তু তুমি ক্ষমা কর্লেও আমি ক্ষমা করব না। আমি এই অত্যাচারী হিংস্র রাজাকে অভিসম্পাত দেব—

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্ত্ত। আর অভিসম্পাত দিতে হবে না। তার পূর্ব্বে তুমিও তোমার স্বামীর পন্থা অবলম্বন কর। (তরবারি দ্বারা আঘাত)

রেণু। উঃ! পাষণ্ড! নরপিশাচ! এর শাস্তি তুই পাবি।

কার্ত্ত। হাঃ—হাঃ—হাঃ! কার্ত্তবীর্য্যকে শাস্তি দেয় এমন শক্তিমান্ আজও জন্মায় নি। (পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল)

রেণুকা। রাম! রাম!

করি আশীর্ব্বাদ—

মাতৃশক্তি হোক সহায় তোমার।

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—(মৃত্যু)

কার্ত্ত। (আঘাত করিতে করিতে)—সব শোধ! সব শোধ!

[জল লইয়া ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। বাবা! বাবা! এ কি! রাজা! কি কর্লে! ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক দিলে? কিন্তু—না, এখনও আর এক বলি তোমার অবশিষ্ট আছে। বধ কর। আমাকেও বধ কর। আমাকে হত্যা করে এই ব্রাহ্মণমেধ যজ্ঞের শেষ কর।

কার্ত্ত। বাঃ বাঃ! কে তুমি বালা? তোমাকে বধ করব কেন? এস, তোমাকে আমার অঙ্কশায়িনী করব।

ভানু। মা মা! সতীকুলরাণি—শুনছিস?

কার্ত্ত। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এস—

[মনোরমার প্রবেশ]

মনো। সাবধান মহারাজ! শক্তিসাধিকা নারী—মাতৃশক্তির অধিকারিণী। ওর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন না, এখনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

কার্ত্ত। কে? মনোরমা!

মনো। হ্যাঁ মহারাজ! যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়, চলে আসুন।

(হাত ধরিয়া টানিল)

কার্ত্ত। কিন্তু ওই বালিকা?—

মনো। বালিকা নয়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—আপনাকে দগ্ধ করবে। আসুন, চলে আসুন।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

পরশু। —[দূর নেপথ্য হইতে] বাবা! বাবা! মা! আমি শত যোজন দূর হ'তে তোমাদের আহ্বান শুনতে পেয়ে যোগবলে বায়ুস্তর ভেদ করে ছুটে এসেছি—কৈ, কোথায় তোমরা? উত্তর দাও—

[পরশুরামের প্রবেশ]

ভানু। কে উত্তর দেবে? ওই অনন্ত শূন্যে প্রতীক্ষা করছে তাঁদের তৃষিত আত্মা তোমারই তর্পণের জন্য।

পরশু। কে? ভানুমতী?—তুমি!

ভানুমতী। হাঁ, আমি। কিন্তু পিতা মাতা আর ইহলোকে নাই।

পরশু। ইহলোকে নাই!

ভানু। না। ঐ দেখ—

পরশু। উঃ! মা! মা! বাবা! বাবা! (আর্ত্তনাদ করিয়া মৃতদেহের কাছে বসিয়া পড়িল।)

ভানু। ভেঙে পড়লে চলবে না ব্রাহ্মণ। ওঠ, জাগ্রত হও, জ্বলে ওঠ কোটী সূর্য্যের দীপ্তি নিয়ে। ধূমকেতুর মত করাল, প্লাবনের মত রুদ্র, মৃত্যু—মৃত্যুর মত বীভৎস রূপে।—শাস্তি দাও সেই নরপিশাচদের, যারা এর জন্য দায়ী।

পরশু। তাই দেব। বল নারী, কে সেই পাষণ্ড?

ভানু। ক্ষত্রিয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য।

পরশু। কার্ত্তবীর্য্য!—রাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্য! যে রক্ষক সেই ভক্ষক?…ওঃ! ধরণী, এ ভার তুমি আর কত কাল বইবে?

ভানু। ব্রাহ্মণ! দেখছ কি? ওই দেখ, তোমার জননীর দেবদেহ একবিংশতিখণ্ডে বিখণ্ডিত। আশ্রমবাসিগণ নিহত—একটী শিশুও জীবিত নেই।

পরশু। আমিও রাখব না। একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নির্ম্মূল করব। একটী শিশুও জীবিত রাখব না। উঃ! অসহ্য এ জ্বালা।—

হে জনক! সর্ব্বদেবময়,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার,

অন্তরীক্ষ হ'তে শোন প্রতিজ্ঞা আমার—
দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—
নর কি দানব,
সাক্ষী হও যে আছ যেথায়—
সাক্ষী হও তটিনী কৌশিকি
পিতামহী কুলপ্রসবিনী—
আমি রাম ভৃগুবংশধর,
করিলাম পণ—
ক্ষত্রিয় শোণিতে ধরা করিব সিঞ্চিত।
জননীর আঘাত সংখ্যায়—
তিন সপ্তবার আমি
নিক্ষত্রিয়া করিব মেদিনী।

—০—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কার্ত্তবীর্য্যের প্রমোদ ভবন।

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

ফাগুন ফুলের বনে গুঞ্জরি এল অলি।
শিহরি নয়ন মেলিল আধ ফোটা ফুলকলি।
মলয় কহিল মাধবীর কাণে কাণে
ভুলনা সখি ভুলনা কভুও গানে।
মানিল না মানা মাধবিকা শিহরি উঠিল দুলি
পুলকে আপনা ভুলি।

আজি সে ফুল গিয়াছে ঝরে বনবীথিকার পরে,
আসে না অলি মধুলোভে আর মৃদু গুঞ্জন তুলি
স্মৃতির সুবাস বুকে লয়ে শুধু মলয় ফিরিছে বুলি॥

কার্ত্ত। না ভাল লাগে না। ফুলে গন্ধ নেই, নারীর রূপে মাধুর্য্য নেই, আসবে মাদকতা নেই।—আলোকের দীপ্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে, কোথা থেকে এক হিমাচল ভার আমার বুকে এসে চেপেছে—সেই নারী আর সেই ব্রাহ্মণ। বহুদিন নিদ্রা যাই নি। কোথা থেকে—থেকে থেকে তারা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে? তারা আমার ঘুম চুরি করেছে। কেন এমন হয়? কেন এমন হয়? তারা ত মরে গিয়েছে। তবে তারা আবার আসে কোথা থেকে?

না, আমি ঘুমোব—জোর করে ঘুমোব। পার তোমরা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে? রাজা কার্ত্তবীর্য্যকে ঘুমের জালে আচ্ছন্ন কর্ত্তে? তোল দেখি সেই সুর, নাচ দেখি সেই ছন্দ, যা'তে বিশ্ব-প্রকৃতি মোহাবিষ্ট হ'য়ে তন্দ্রার ঘোরে লুটিয়ে পড়ে।

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

আধ আলো আধ ছায়া।
এস ঘুমের রাণী স্বপন-রাণী নিরিবিলি নিরালায়।
দূর ছায়ালোক হতে, নেমে এস ছায়া পথে
নীল পারাবারে পাল তুলে দিয়ে এস মুকুতার নায়
এস বেদন বিধুর শয়নে চুম দিয়ে যাও নয়নে
ফুটায়ে স্বপন শতদল, ছড়ায়ে কুহক নীলিমায়।

(কার্ত্তবীর্য্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল…নর্ত্তকীগণ
ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল)

[মনোরমার প্রবেশ]

মনো। (রাজার নিকটে গিয়া)—মহারাজ! মহারাজ!
কার্ত্ত। (স্বপ্নের ঘোরে) কে? কে তুমি? কি চাও?
মনো। ওঠ, চোখ চাও, দেখ কে আমি!
কার্ত্ত। চিনেছি, তুমি সেই তাপস জমদগ্নির পত্নী রেণুকা!—
কিন্তু তুমি এলে কেমন করে? তোমার ত মৃত্যু হয়েছে,—পঞ্চভূত

পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আবার তুমি ফিরে এলে কোথা থেকে ?

মনো। মহারাজ, আমি রেণুকা নই, আমি মনোরমা।

কার্ত্ত। কি বল্লে ? দেহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অতৃপ্ত আত্মা তোমার শূন্যে শূন্যে পরিভ্রমণ কর্চ্ছে ?—

মনো। মহারাজ !

কার্ত্ত। পিপাসা ?—পানীয় ?—পানীয় চাও ? এই নাও, আসব পান কর। কি ? ও আসব নেবে না ?—রক্ত ? রক্ত চাও ? সর্ব্বনাশী, আমি তোকে ধ্বংস করব—

(মনোরমাকে আক্রমণ)

মনো। উঃ ! মহারাজ, ছাড়ুন, ছাড়ুন,—আমি মনোরমা—আপনার পত্নী।

কার্ত্ত। (ধীরে ধীরে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল) মনোরমা ! তবে সে কোথায় গেল ? কোথায় লুকাল ? এ কি তবে স্বপ্ন ? মনোরমা, শীঘ্র বল, আমি যা দেখলেম, তা স্বপ্ন না সত্য ?

মনো। মহারাজ, এ স্বপ্ন নয়,—কঠোর সত্যের পূর্ব্বাভাষ। সত্যই জামদগ্ন্য রাম আসছে রেণুকা-হত্যার প্রতিশোধ নিতে। আমিও স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ। শিব-বরে অজেয় হয়ে ভীষণ করাল মূর্ত্তিতে সে আসছে, আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অহ্বান করে হত্যা কর্ত্তে। উঠুন, জ্বলে উঠুন মহারাজ—পরিপূর্ণ ক্ষাত্রতেজে জগতের বিস্ময় রূপে প্রতিভাত হয়ে তার সম্মুখীন হোন। তা'কে জয় করুন।

কার্ত্ত। কিন্তু রাণি, এ যে অসম্ভব—অবিশ্বাস্য। সেই

ব্রাহ্মণ, সে আসবে দশানন-বিজয়ী কার্ত্তবীর্য্যকে যুদ্ধে আহ্বান কর্ত্তে ?

মনো। অসম্ভব নয় মহারাজ। সে আসছে, তা'তে আর কোন সন্দেহ নেই। যদি দেখতে চান, সাধনার তার ভয়াল করাল রুদ্ররূপ, তবে আমি আপনাকে যোগবলে তা দেখাতে পারি। ঐ দেখুন মহারাজ, হিমাচল-শৃঙ্গপরে শঙ্কর-ধ্যানে নিমগ্ন কে ওরা ?

অন্তর্দৃশ্য—হিমাচল

[পরশুরাম ও ভানুমতী উপবিষ্ট]

পরশু। দুর্গমায় মহেশায় ক্রোধায় কপিলায় চ।
নমঃ কান্তায় দান্তায় বজ্রসংহননায়চ॥
নমো কৃত্যায় কৃত্যায় মুণ্ডায় বিকটায় চ।
পুরঘ্নায় সুশস্ত্রায় ধন্বিনে পশুপাণয়ে।
এস—এস, হে শঙ্কর!
ভীষণ করাল
কালান্তক মহাকাল রূপে।
ললাটে জ্বালিয়া বহ্নি, বাজায়ে ডমরু,
বিকম্পিয়া চরাচর প্রলয়-নর্ত্তনে,
স্বর্ব্বায়ুধবিভূষিত-সর্ব্বলোকত্রাস,—
এস মহেশ্বর. উর অন্তরে আমার।

[মহাদেবের আবির্ভাব]

মহা। কে রে?

কে রে রুদ্ররূপে আহ্বানি আমায়

জাগাল প্রলয় পুনঃ সৃষ্টি নাস তরে?

[শূল উদ্যত করিল]

পরশু। মহাকাল খট্বাঙ্গী কপালী!

আসিয়াছ শূলপানি রুদ্র দিগম্বর!—

নমো দিগ্‌বাসসে নিত্যং কৃতান্তায় ত্রিশূলিনে!

বিকটায় করালায় করালবদনায় চ॥

[প্রণত হইল]

ভানু। অরূপায় সুরূপায় বিশ্বরূপায় তে নমঃ।

কটঙ্কটায় রুদ্রায় স্বাহাকারায় বৈ নমঃ॥

মহা। কিবা চাহ? কহ শীঘ্র।—

উগ্র তপস্যায় তোর

পরিতুষ্ট আমি।

লহ বর, অমরত্ব—পরমার্থ কিবা।

পরশু। অমরত্ব পরমার্থ গ্রাহ্য নাহি করি।

হে করাল! রুদ্রমূর্ত্তি তব

আমারে করুক ভর,

কালান্তক রুদ্রতেজে—

ক্ষত্রিয় সমরে পশি,

তর্পণ করিতে পারি

পিতা ও মাতার।

মহা। তথাস্তু—তথাস্তু!

নাচ নাচ প্রলয়-নর্ত্তনে।

সর্ব্ব শৈব প্রহরণ,

তোমার পরশুমাঝে

হোক অধিষ্ঠিত।—

সময়ে হইবে তুমি

অজেয় দুর্ব্বার।

একমাত্র মহাশক্তি বিনা

সহিতে নারিবে কেহ তব রুদ্রতেজ।

বিষ্ণু-তেজে জনম তোমার,

রুদ্রতেজ তার সনে হইল মিলিত—

কালান্তক যম সম রুদ্রমূর্ত্তি তব,

আনুক প্রলয় পুনঃ রুদ্র ভয়ঙ্কর। [অন্তর্দ্ধান।

পরশু। জয় মহাকাল! জয় মহাকাল!

তা থৈ তা থৈ থৈ—

চল বামা পশিব সমরে।

[দৃশ্য অন্তর্হিত হইল]

পূর্ব্ব দৃশ্য।

কার্ত্ত। অস্ত্র! অস্ত্র!—কি দেখাও ভয়?

অস্ত্রকরে পশিব সংগ্রামে।

ভৃগুপতি রাম যদি দেবাদিদেবের শঙ্করের করুণালাভ করেছে, আমিও তাঁর করুণা হ'তে বঞ্চিত নই। আমিও ত তাঁর বরের

অজেয়। তবে আমি তার ভয়ে ভীত হব কেন? ভয়?—হাঃ হাঃ হাঃ! পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য আমি. আমাকে বিভীষিকা দেখাতে এসেছে ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় নরপতি আমি,প্রলয় তাণ্ডবে আমি ভয় করি না। কোথায় ব্রাহ্মণ? এ স্পর্দ্ধা তোমার চূর্ণ করব! সেনাপতি!—রক্ষী!—

[প্রস্থানোদ্যোগ।

মনো। মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন—

কার্ত্ত। মহারাণি,—

মনো। আপনার বাহুমূলে মায়ের প্রসাদী এই বিজয় কবচ বেঁধে দিতে চাই। মহাশক্তির পূজারিণী আমি, মায়ের আরাধনা করে পেয়েছি—এই আমার পতি-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল। এ কবচ আপনার বাহুতে থাকতে আপনার পরাজয় নেই।

কার্ত্ত। দাও রাণী। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য সমাধা করতে চল্লুম।—জানিনা এ জীবনে আর আমাদের দেখা হবে কি না। যদি না ফিরি, তবে এই আমাদের শেষ বিদায়।

[প্রস্থান।

মনো। না স্বামী, ইহলোকে কিম্বা পরলোকে মনোরমা তোমার সঙ্গছাড়া হবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

[বালক বেশী নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। মা!—

মনো। কে ডাকলে? মা বলে ডাকলে তুমি?

নারা। কেন মা? আমাকে কি এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

মনো। সুদর্শন কৈ?

নারা। এ তোমার কেমন পক্ষপাত মা? সুদর্শনই ছেলে, আর আমি বুঝি তোমার কেউ নই?

মনো। পাগল ছেলে! আমি কি তাই বল্লেম? কিন্তু বাবা, কথন থাক, কথন আস, কথন যাও,—সব সময়ে তোমায় তো দেখতে পাই না?

নারা। কেন? তুমি যখনই আমায় ডাক, তখনই তো আমি আসি। হ্যাঁ মা, একটা কথা শুনলেম,—সত্যি?

মনো। কি বাবা?

নারা। এই,—সেই রাগী বামুনটা নাকি একটা কুড়ুল হাতে করে আসছে সবাইকে কাটতে। হ্যাঁ মা, মহারাজকেও না কি কেটে ফেলবে?

মনো। তা ত জানিনা বাবা।

নারা। হ্যাঁ মা, সুদর্শন ভাইয়ের কি হবে?

মনো। নারায়ণ জানেন! রাজার তো আরও সহস্র পুত্র আছে। তাদের যা গতি হবে, সুদর্শনেরও তাই হবে।

নারা। কিন্তু মা, রাজার আর আর ছেলেরা সবাই বড় হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করতে জানে। কিন্তু সুদর্শন ভাই যে বড় ছোট। সে যে এখনও তরোয়াল ধর্ত্তে শেখে নি।

[লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। মা! মা! এ কি শুনলেম মা? মহারাজ না কি—

মনো। তুমি ঠিকই শুনেছ বাবা। মহারাজ বীরধর্ম্ম পালন কর্ত্তে গিয়েছেন, তা'তে দুঃখ কি? পরশুর ভয় কচ্ছ? শিব-বরে পরশুরাম

অজেয় হ'লেও, আদ্যাশক্তি মহামায়া আমার স্বামীকে দেখবেন। তুমি চিন্তা করোনা ব্রাহ্মণ।

লম্বো। কিন্তু মা, মহারাজের জন্য প্রাণটা যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তীর্থ করতে গিয়েছিলেম—পথে শুনে আর স্থির থাকতে পারলেম না—ছুটে এলেম মহারাজের সন্ধান নিতে।

নারা। হ্যাঁ মা, এই তো ব্রাহ্মণ রয়েছে বিশ্বাসী। সুদর্শন ভাইয়ের রক্ষার ভার এর উপরেই কেন দিয়ে দাও না ?

মনো। তাই যদি নারায়ণের ইচ্ছা হয় ত হবে। ব্রাহ্মণ! পারবে এ কাজ কর্ত্তে ?

লম্বো। কি কাজ মা ?

মনো। কুমার সুদর্শনকে নিরাপদে রক্ষার ভার আমি তোমার হাতে দিলেম।

লম্বো। সে কি মা! আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল, নির্ব্বিরোধী ব্রাহ্মণ। আমি কি করে এ গুরুভার বহন করব মা ?

নারা। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া এ ভার ত আর কেউ বইতে পারবে না! শুনেছি ক্ষত্রিয়দের উপর সেই রাগী বামুনটার বেজায় রোখ্! তুমিই পারবে ব্রাহ্মণ।

লম্বো। আমি!—

নারা। হ্যাঁ তুমি। এ তোমারই কাজ। মা, আমি সুদর্শন ভাইকে ডেকে দিই। [প্রস্থান।

মনো। ব্রাহ্মণ! এ কাজে বিপদ আছে,—হয়ত প্রাণ যেতে পারে। কিন্তু পুরস্কার কিছু নেই।

লম্বো। পুরস্কার? পুরস্কার চাই না মা। প্রাণের ভয়ও

রাখি না, যদি কুমারের কোনও উপকারে আসতে পারি। কিন্তু মা, আমি কি পারব?—এক অকর্ম্মণ্য হীন বিদূষক আমি—

মনো। তথাপি তুমি ব্রাহ্মণ।

লম্বো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ব্রাহ্মণ। যজ্ঞোপবীত ত এখনও ধারণ করি, গায়ত্রী ত এখনও বিস্মৃত হইনি, ত্রিসন্ধ্যা ত এখনও করি,—তবে কেন আমি ব্রাহ্মণ নই? মা মা, তোর আদেশ আমি পালন করব। কিন্তু মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। জানতে মন আমার বড় চঞ্চল হয়েছে। সুদর্শনের ভার আমার উপর দিচ্ছ কেন মা? তবে কি তুমি কোথাও যাবে?

মনো। যাব। ব্রাহ্মণ, তোমার কাছে গোপন করবো না। রাজপুরীতে বাসের কাল আমার ফুরিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, এ সময়ে পতির আমার নিস্তার নেই। যতই চেষ্টা করি —কর্ম্মফল রোধ করা অসম্ভব। ব্রহ্মহত্যা নারীহত্যা পাপ তাঁর মস্তকে দংশন করেছে। ব্রাহ্মণ! তাগা বাঁধবার জায়গা আর নেই!

লম্বো। মা! মা!—

মনো। আমি চল্লেম—সুদর্শনকে দেখো। [প্রস্থান।

[সুদর্শনের প্রবেশ]

সুদ। মা! মা! কৈ, মা ত এখানে নেই! মা!—

[প্রস্থানোদ্যোগ।

লম্বো। কুমার, তুমি তোমার মাকে খুঁজছ? তোমার মায়ের কাছে যাবে? এস, এস বাবা, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

[সুদর্শনকে ক্রোড়ে লইয়া লম্বোদরের প্রস্থান।

—:∴:—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ছদ্মবেশী আজমীঢ়রাজের প্রবেশ]

আজ। সব ক্ষেপে গেছে,—একেবারে ক্ষেপে গেছে! বলে কি না, পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! আরে সে ব্যাটা হ'ল আসল কাল-ভৈরবের বাচ্ছা, তার সঙ্গে কি যুদ্ধ টুদ্ধ চলে? তার কুড়ুল-খানি একবার করে এক একজনের কাঁধে ঠেকাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কন্ধকাটা। কাউকে আর টঁ্যা ফোঁ কর্ত্তে হবে না। মরুক গে। আমার কি? আমি এই সুযোগে যো সো করে ফুলটুসীকে বগল-দাবা করে সরে পড়তে পার্লেই—ব্যাস্, আর আমাকে পায় কে? কিন্তু ফুলটুসী বেটী গেল কোথায়? যেখানেই যাক, ঘুরে ফিরে এইখান দিয়েই ফিরবে। আমি ততক্ষণ এই দাড়ী গোঁপ পরে নারদ-মুনি সেজে তৈরী হয়ে থাকি। বাবা, অনেক মাথা খাটিয়ে ফন্দি বার করেছি। নারদ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাস করবার যো নেই। একবার দেখা হ'লেই অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে পরশুরাম আসছে বলে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করব, যে ফুলটুসী বেটী সব ফেলে বাবা বলে আমার সঙ্গে পালাতে পথ পাবে না। তারপর কোনও নিরিবিলি জায়গা দেখে, ভোল ফিরিয়ে ফুলটুসীকে নিয়ে সংসারধর্ম্ম পাতা যাবে। এখন একটু গা ঢাকা দিই। মোদ্দা তক্কে তক্কে থাকতে হবে। [প্রস্থান।

[একটী দাড়ি ও কুঠার হস্তে ছদ্মবেশী বৈশালী
রাজের প্রবেশ

বৈশালী। দিব্য দাড়িটা হয়েছে। এই দাড়ি এঁটে আর এই কুড়ুল না হাতে নিয়ে রাত্রিকালে যার সামে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলব যে 'আমি পরশুরাম', সেই বাপ বাপ বলে পালাবে। আগে অঙ্গরাজ ব্যাটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে ফুলটুসীকে ত করায়ত্ত করি, তারপর দেখা যাবে আর কি করা যায়।—(দাড়ি গোঁপ পরিল) কেমন দেখাচ্ছে কে জানে? একবার দেখতে পার্লে হত, লোকে দেখে আঁৎকে ওঠে কি না। (নেপথ্যে পদশব্দ) ওকি! কে আসছে। না, এখন ধরা দেওয়া হবে না।—লুকুই। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ। [অন্তরালে অবস্থান]

[ফুলটুসীর প্রবেশ]

গীত

ফুল।

কমলিনী সই, তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
কোথা হেলে দুলে পড়িস্ ঢলে ফুর্ ফুরে হাওয়ায়॥
সূর্য্যি মামা বস্‌বে পাটে ফুট্‌বে সাঁঝে তারা,
ভোম্‌রা বধু পড়্‌বে সরে পাবিনে তার সাড়া,
হাসি তখন যাবে ধুয়ে আঁধার কালো যাবে ছুয়ে,
মুদে নয়ন পড়্‌বি নুয়ে মরম বেদনায়॥

[দুই হাতে দুইখানি তরবারি লইয়া কসরৎ করিতে করিতে অঙ্গরাজের প্রবেশ।]

অঙ্গ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—সরে যাও, সরে যাও প্রিয়তমে,—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—

ফুল। বলি ওকি হচ্ছে? একেবারেই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

অঙ্গ। সরে যাও বলছি, সরে যাও। নইলে এখুনি তরোয়ালের খোঁচা ফোঁচা লেগে তোমার কচি দেহ কুচ্ করে কেটে যাবে। এক, দুই, তিন, চার—(সহসা তার বাম হস্তে আঘাত লাগিল—সে তরবারি ফেলিয়া দিল।)

উঃ হু হুঃ! দেখ দেখি তুমি কি কর্লে! সেই থেকে বলছি সরে যাও, তা শুনলে না, ভেজারাম ভেজারাম করে আমার একাগ্রতা নষ্ট করে দিলে—আর সঙ্গে সঙ্গে এই আঘাত।

ফুল। আহা! তোমার লেগেছে? চল আমি ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।

অঙ্গ। আমি তখনই বারণ করেছিলেম শ্যালাদের, যে আমার তরোয়ালে বেশী ধার করিস নে,—তাকি শুনলে! একেবারে ক্ষুরধার দুই তরোয়াল নিয়ে এসে হাজির কর্লে। নাঃ, কালই সকালে মহারাজকে বলে ব্যাটাদের শূলে দেব।

ফুল। বেশ, তাই দিও। এখন তরবারি টরবারি রেখে নিদ্রা যাবে এস।

অঙ্গ। না না, আজ আর আমার নিদ্রা যাবার অবকাশ নেই। আজ রাত্রির মধ্যেই আমি প্যাচগুলো আয়ত্ত করে ফেলতে চাই। আমি শুনছি, বীর পুরুষ হ'তে হ'লে অমন দু'চার রাত্রি নিদ্রা বন্ধ রাখতে হয়।

ফুল। উঃ! কি আমার বীরপুরুষ রে। মরণ আর কি! ঢং দেখে আর বাচি নে। বলি এ সব হচ্ছে কি?

অঙ্গ। খবর্দ্দার! খবর্দ্দার, তর্ক করো না, ভয়ঙ্কর রাগ করব। জান, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের হুকুম, পরশুরামের সঙ্গে লড়তে হবে? রাতারাতি তরোয়াল ভাঁজা আমার শেখা চাই। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—

ফুল। ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—দশ, নয়, আট, সাত, ছয়—খুব হয়েছে। পরশুরাম এতক্ষণ বাসায় গিয়ে মরে রয়েছে। হুঁঃ রাতারাতি তরোয়াল ভেজে উনি পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন!

অঙ্গ। কি! আমাকে অপমান? তুমি যদি ফের ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করেগা, তাহলে সকলের আগে তোমাকেই কুচ্ করে কেটে ফেলেগা। আর তুমকো তাড়িয়ে দিয়ে একটা নূতন ফুলটুসী নিয়ে আসেগা, যে আমাকে ঘুমুতে বলবে না হ্যায়, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—

[কসরৎ করিতে করিতে প্রস্থান।

ফুল। বলিহারী ঢং! নঃ, এই গাড়ল রাজাকে নিয়ে আচ্ছা বিপদেই পড়েছি! পাগল আর কা'কে বলে! কোথায় ভাবছি, যে এই বেলা সময় থাকতে তল্পি তল্পা গুছিয়ে সরে পড়ি।—

মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের মরণ লেখা আছে তার হাতে।—তিনি একাই মরুণ, আমরা কেন সঙ্গে সঙ্গে মরি? তা সে কথা কে শোনে? শুধু এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—আর, পাচ, চার, তিন, দুই, এক—পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন! হুঁঃ! যাক গে, আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন,—দেখব আর একবার বলে কয়ে বুঝিয়ে; শোনে ভালই। না শোনে, আমার মনে যা আছে তাই করব।

[শাড়ীতে অঙ্গ আবৃত করিয়া অবন্তীরাজের প্রবেশ]

অবন্তী। ফুলটুসী! অ ফুলটুসী!—(সন্তর্পণে স্পর্শ করিল)

ফুল। কে?—কে তুমি?

অব। আরে চুপ চুপ—আমি।

ফুল। আমি?—আমি কে?

অব। আমি আমি—তোমার গিয়ে—ইয়ে অবন্তীরাজ।

ফুল। ও হরি!—তা অমন শাড়ী পরে এসেছ কেন?

অব। প্রাণের দায়ে, ফুলটুসী প্রাণের দায়ে।—আর কেন?

ফুল। তা বুঝেছি। এখন মতলবখানা কি তাই বল দেখি?

অব। এই—কি জান ফুলটুসী—কথাটা অবশ্যি মন্দ কিছু বলছিনি—জান ত, পরশুরাম আসছে ক্ষত্রিয় নিধন কর্ত্তে কর্ত্তে? কবে হুপ্ করে এখানে এসে পড়বে, তার কি ঠিক আছে? তাই বলছিলুম কি—এই—সময় থাকতে থাকতে তুমি আর আমি দু'জনে একজুটী হয়ে চম্পট দিই এস।—তারপর সুখ সুবিধে বুঝে—এই—বুঝলে কিনা—কাজ কি এ সব খুনোখুনিতে?

ফুল। তা মতলব মন্দ ঠাওরাও নি! কিন্তু অঙ্গরাজ ব্যাচারী

আমাকে ছাড়বে কেন? সে যদি টের পায়, ত খুনোখুনি ত এখুনই লেগে যাবে।

অব। আরে তাই ত এই মেয়েমানুষের ভোল নিয়ে এসেছি।—সে ব্যাটা সন্দেহ করবার আগেই চম্পট!

ফুল। তাহ'লে কিছু গয়নাগাটী সঙ্গে নিলে হ'ত না?

অব। আরে না না, এক কাপড়েই চ'লে এস।—বলা যায় কি কোথায় কি ফ্যাসাদ বেঁধে যাবে।

ফুল। আরে না না, তুমি একটু দাঁড়াও—এই গোটা কতক গয়না— [প্রস্থান।

অব। আরে না—

ফুল। (নেপথ্যে) এই এলুম বলে।

অব। আঃ, একেই বলে মেয়েমানুষ। মরবে তবু গয়না ছাড়বে না। বলি এস ঝট্‌পট্—আঃ বড্ড দেরী হয়ে গেল—

[সসব্যস্তে ফুলটুসীর পুনঃ প্রবেশ]

ফুল। এই যে এসেছি—চল।—দাঁড়াও, সেই ভাল কাপড়খানা— [প্রস্থান।

অব। আঃ, আবার কাপড়! সর্ব্বনাশ কর্লে—! ওরে বাঁচলে ঢের কাপড় হবে রে বাবা।

[ফুলটুসীর পুনঃ প্রবেশ]

ফুল। এই এনেছি।—নাও চল।—ঐ যা; লোহার সিন্দুকের চাবিটা— [প্রস্থান।

অব। তোমার গুষ্টির পিণ্ডিটা—

[ফুলটুসীর পুনঃ প্রবেশ]

ফুল। এই যে এনেছি।—চল। তুমি বোঝনা,—ফিরে এসে আবার দখল নিতে হবে না?

অব। হ্যাঁ, তা আর হবে না! এখন চল ত।—দুর্গা শ্রীহরি—

ফুল। দুর্গা শ্রীহরি—দাঁড়াও, আমার সেই জর্দ্দার কৌটোটা গামছা খানা জড়িয়ে—মাইরি, এই গেলুম আর এলুম—

[প্রস্থান।

অব। হা হতোস্মি! এই জর্দ্দার কৌটোই সারলে রে বাবা।

(মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।)

অঙ্গ। (নেপথ্যে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—

[ফুলটুসীর প্রবেশ]

ফুল। এই এনেছি। আঃ বাঁচলুম! বনেই যাই আর যাই করি, জর্দ্দা খেয়ে বাঁচব।

অঙ্গ। (নেপথ্যে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

ফুল। ঐ যাঃ—অঙ্গরাজ যে!—এখুনি এসে পড়বে যে!—কি হবে?

অব। নাও, এখন ঠেলা সামলাও।

ফুল। তাই ত, ধরা পড়লে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধবে যে!

অব। কেলেঙ্কারীর আর বাকী কি? সব মৎলব ভেস্তে গেল!—এখন প্রাণ ভরে জর্দ্দা খাও, আর 'হরি হরি' বল!

ফুল। দাঁড়াও, একটা মতলব কর্চ্ছি।— [দ্রুত প্রস্থান।

অব। কর বাবা!—আমি নাচার! সব মতলব ফাঁস।

অঙ্গ নেপথ্যে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,

[একটা ঝুড়ি লইয়া ফুলটুসীর দ্রুত প্রবেশ]

ফুল। ঢোক এর তলায়,—শীগ্গীর।

অব। বহুৎ আচ্ছা সুবদনী।

ফুল। ঢোক—ঢোক—আর সময় নেই।

[অবন্তীরাজ ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিল।

অঙ্গ নেপথ্যে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই. এক—(অঙ্গরাজের পুনঃ প্রবেশ)—এই যে ফুলটুসী, কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

ফুল। কথা! কৈ, না!—কথা আবার কার সঙ্গে কইব?

অঙ্গ। কও নি? তা হবে। আমি তাহ'লে ভুল শুনেছি। —আমি মনে করেছিলেম, বুঝি বা এত রাত্রে তোমার কোন ভালবাসার লোকের সঙ্গে—

ফুল। দেখ, খবরদার! কি যে বল তুমি!

অঙ্গ। তা বটে। ফুলটুসী আমার কি সোজা সতী?

ফুল। তা নয় ত কি? অনেক কুলখাগীর চাইতে ভাল।

অঙ্গ। নিশ্চয় নিশ্চয়।—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক,—তা ফুলটুসী, এটা কি পথের মাঝখানে? এ ঝুড়িটা এখানে কেন?

ফুল। আহা তুলো না, তুলো না—পালিয়ে যাবে।

অঙ্গ। পালিয়ে যাবে! কি পালিয়ে যাবে?

ফুল। একটা বিড়ালছানা!...একটা বিড়াল ছানা আমি ধরেছি। কি সুন্দর দেখতে, সে আর তোমায় কি বলব!

অঙ্গ। বটে! আমি দেখব!

ফুল। তাহলে তুমি এইখানে এম্নি করে বোস, আমি ঝুড়িটার একটা পাশ একটু উঁচু করে তোমাকে দেখাচ্ছি।

অঙ্গ। (ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক)—কেমন করে ধর্লে?

ফুল। এই খানিকক্ষণ আগে আমি এক বাটী দুধ এখানে রেখে ও ঘরে গিয়েছিলেম। ফিরে এসে দেখি, না—চক্ চক্ করে খাচ্ছে। আমি না দেখে, আস্তে আস্তে ঝুড়িটা না এনে, এম্নি করে, থপ্ করে চাপা দিলেম—

(ঝুড়ি তুলিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গরাজকে চাপা দিল,—অবন্তী রাজের প্রস্থান—তাহার একপাটী জুতা পড়িয়া রহিল।)

অঙ্গ। ফুলটুসী, ঝুড়ি তোল—ঝুড়ি তোল—দম আট্‌কে আসছে যে!—তোল না—

ফুল। (ঝুড়ি তুলিল) ওই যাঃ বিড়ালছানা পালিয়ে গেল?

অঙ্গ। এই যে একপাটী জুতো পড়ে আছে। ভারি সভ্য ভব্য বিড়ালছানা ত! জুতো পায়ে দেয়! (জুতা তুলিয়া পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক) দেখ, যে বিড়ালছানার জুতো, তাকে আমি চিনি।—(তরবারী কোষমুক্ত করিয়া) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—আমি চল্লুম তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ফিরে এসে তোমার যাতে দেখা পাই, সে ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক (দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।)

[ব্যস্তভা   নারদবেশী আজমীরের প্রবেশ]

না-বে-আজ। মহারাজ, পালান পালান, পরশুরাম আসছে।

অঙ্গ। অঁ্যা। (হাত হইতে তরবারি ও জুতা পড়িয়া গেল।)—কি হবে ফুলটুসী? ও ফুলটুসী!—

ফুল। ভয় কি মহারাজ? এখনও তো আসে নি। চলুন আমরা খিরকির দরজা দিয়ে সরে পড়ি।

অঙ্গ। এঁ্যা,—আসে নি? তাহ'লে আপনি তুমি কার কাছে শুনলেন?

না-বে-আজ। আমি দেবর্ষি নারদ—সংবাদটা শুনেই আসছি।

অঙ্গ। হায় হায় হায়! পৈত্রিক প্রাণটা এইবার গেল!

ফুল। দেবর্ষি, আপনি আমাদের বড় উপকার কর্লেন।

(প্রণাম করণ)

না-বে-আজ। আহা থাক থাক। নারায়ণ! নারায়ণ!

অঙ্গ। অ-অ-অ ফুলটুসী! আমার যে হাত পা অসাড় হয়ে আসছে।

ফুল। না না না, অসাড় হলে চলবে না।—ছুটে চলুন।

(অঙ্গরাজের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল)

না-বে-আজ। আহাহা, তোমার যাবার দরকার কি? তুমি থাক না। তুমি নারী, তোমার ভয় কি?

ফুলটুসীর হাত ধরিল)

অঙ্গ। সে কি দেবর্ষি! আমার মেয়ে মানুষটিকে আট্‌কাও কেন বাবা?

না-বে-আজ। আহাহা, বুঝ্‌ছ না?—ও নারী।—

ফুল। তা আর বুঝ্‌ছে না! দাঁড়াও ত বিট্‌লে, তোমায় ভিরকুটী ভাঙ্‌ছি। মেয়ে মানুষের হাত ধরে টান, কেমন দেবর্ষি তুমি? (আজনীঢ়রাজের কৃত্রিম দাড়ী গোঁপ টানিয়া ফেলিল।)

অঙ্গ। ওরে বিট্‌লে! তোমার পেটে পেটে এত! হা-রে-রে-রে-রে-রে-রে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।

না-বে-আজ। আরে থাম থাম—কিন্তু কথাটা আমার মিথ্যে নয়।—ও ফুলটুসী, বাঁচাও—

অঙ্গ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ

[পরশুরামবেশী বৈশালীর প্রবেশ]

বৈশালী। হাম্! আমি পরশুরাম—

অঙ্গ। ওরে বাপরে! [পলায়ন]

আজ। ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ [পলায়ন]

ফুল। হাঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ (মূর্চ্ছা)

(বৈশালীরাজ ফুলটুসীকে ধরিয়া ফেলিল)

বৈশালী। ভোম্মারা!—

[ফুলটুসীকে কাঁধে করিয়া প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য—রণক্ষেত্রের একাংশ—বৃক্ষতল।

নেপথ্যে রণবাদ্য ও রণকোলাহল—বহুকণ্ঠে জয়ধ্বনি—
"জয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের জয়!"—শঙ্খধ্বনি—

[পরশুরাম ও ভানুমতীর প্রবেশ]

পরশু। এ সমরে কেমনে জিনিব?
নিঃশেষিত করিয়াছি রাজসৈন্যগণে,
তপ্ত রক্তস্রোতে
ধরণীরে করাইনু স্নান—
কিন্তু হায়,
বৃথাই সমরসিন্ধু করিনু মন্থন,—
নাহি দেখি জয়-আশা কার্ত্তবীর্য্য-রণে।
আপনি দেখেছ,
জগন্মাতা সহায় তাহার—
ভীমা ভয়ঙ্করী মহাকালীরূপে
নৃত্য করে সমর ভিতরে!
যতেক আয়ুধ
প্রহার করিনু নৃপতিরে,
একে একে গরাসিল সব!
সর্ব্ব শৈব অস্ত্রময় পরশু আমার
হ'ল শক্তিহীন!
অহো ভাগ্যহীন, ভাগ্যহীন আমি!

মোর ভাগ্যে শঙ্করের বর—
তাহাও বিফল হ'ল !
অন্তরীক্ষ হ'তে
তৃষাতুর জনক জননী
নিরখিয়া অযোগ্য পুত্রের
হীন অক্ষমতা
দীর্ঘশ্বাসে হাহাকারে দানিছে ধিক্কার।
হায় হায়, ব্যর্থ হ'ল প্রতিজ্ঞা আমার !—
জীবনে কলঙ্ক মোর, অন্তিমে নিরয়।

ভানু। কেন নাথ দগ্ধ হও নিরাশার দাহে ?
আজি যদি বিফল প্রয়াস
সফল হইবে পুনঃ কাল।
হে ভার্গব !
যোগবলে জানিয়াছি কারণ ইহার।
সাধ্বী মনোরমা, শক্তির সাধিকা নারী,
মাতৃমন্ত্র-মহাশক্তি-অক্ষয় কবচ
বাঁধিয়া দিয়াছে পতি-করে।
সে কবচ থাকিতে অক্ষয়,
পরাজয় নাহি তার কভু কারো পাশে।
আমিও ত শক্তির সাধিকা,
একমনে পূজিয়াছি পতির চরণ,
মাতৃমন্ত্র করিয়াছি ধ্যান,
মনোরমা সহ

একত্রে লভেছি দীক্ষা পিতৃপাশে তব;
কিন্তু মাতা আমারে বর্জ্জিয়া
মনোরমা প্রতি কেন করে পক্ষপাত ?
হে ভার্গব !
যাও তুমি, একমনে পূজ মহেশ্বরী।
আমি হেথা শক্তিধ্যানে রব নিমগন।—
মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন।

পরশু। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

[প্রস্থান

ভানু। কেন মা গো সেবিকারে হইলি বিমুখ ?
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম ব্যর্থ কৈলি মোর
পতির সঙ্কল্প যদি ব্যর্থ হয়ে যায়,
কলঙ্কিত হবে তাহে সতী-ধর্ম্ম তোর।
আদ্যাশক্তি মহাদেবী ! তব করুণায়
দেবদেব শঙ্করের বরে
ব্রাহ্মণের শাণিত কুঠারে
শূল পাশুপত আদি
শৈব অস্ত্র সর্ব্ব অধিষ্ঠিত।
তবু তুমি যতক্ষণ
রক্ষা তারে করিবে শঙ্করী,
সাধ্য কার জিনিবে রাজারে ?
ভাব মনে,
নিরীহ সে তাপস ব্রাহ্মণ

কারো হিংসা করে নাই কভু,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সৈন্যগণ সহ
নৃপতিরে তুষেছিল বিবিধ বিধানে
অতিথির সমাদরে।
বিনিময়ে, তারি ধন-লোভে,
কৃতঘ্ন দুর্ম্মতি
নিষ্ঠুর ঘাতক সম বধ কৈল তারে,
তপস্বিনী ব্রাহ্মণীরে করিল নিধন।
হেন পাপ মা গো! দণ্ডযোগ্য নহে?
আরো ভাব মহাদেবী,
পশুবলে বলিয়ান ক্ষত্রকুল যত
শক্তি লভি হইয়া উদ্ধত,
কত রূপে ভাঙ্গিয়াছে
ধর্ম্মের শৃঙ্খলা, নীতির বন্ধন।
তাহাদের দৃপ্ত পদভরে,
প্রপীড়িতা দলিতা মথিতা
নিত্য কাঁদে দুঃখিনী মেদিনী।
ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা,
তীব্রবিষ আশীবিষ সম
দংশন করেছে যার শিরে,
তুমি তারে রক্ষিবে জননী!
বল্ মা গো, কিসে তোর [illegible] হবে?
এই আমি বসিলাম ধ্যানে।

বক্ষরক্ত চাস যদি, দিব অকাতরে।
মাতৃত্ব করিবি হত্যা সন্তানে বর্জ্জিয়া ?
(উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইল)

[সুদর্শনকে লইয়া লম্বোদরের প্রবেশ]

সুদ। কৈ ঠাকুর, তুমি যে বল্লে আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে ?

লম্বো। মায়ের কাছেই তো তোমায় এনেছি কুমার।

সুদ। কৈ, আমি ত দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় আমার মা ?

লম্বো। কুমার, তুমি কি তোমার মাকে চেন ?

সুদ। বাঃ রে! চিনি না ?

লম্বো। চেন যদি, তবে চিনতে পার্চ্ছ না কেন ? ও দেখ, ওই তোমার তপস্বিনী মা।

সুদ। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া) ধ্যেৎ, ও কেন আমার মা হতে যাবে ? আমার মায়ের চেহারা কি ওই রকম ?

লম্বো। চেহারা বদলে গেছে, তাই ভাবছ ? কিন্তু রাজকুমার তুমি কি শোন নি, যাঁরা তপস্যা করেন, তপস্যার প্রভাবে তাদের চেহারা কত বদলে যায় ?

সুদ। হ্যাঁ, শুনেছি। আমার মা'র চেহারাও কি তাহ'লে অম্নি বদলে গেছে ?

লম্বো। বিশ্বাস না হয়, তুমি একবার কাছে গিয়ে ওঁকে মা বলে ডাক, ওঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়, তা'হলেই বুঝতে পারবে উনি তোমার মা কি না।

সুদ। (অগ্রসর হইয়া ভানুমতীর নিকট গেল)—মা ! মা !

[লম্বোদর প্রচ্ছন্ন হইল।

ভানু। এ কি! কে আমায় মা বলে ডাকলে! কে তুমি বালক ? এমন সময় এই ভীষণ স্থানে কেন এসেছ ?

সুদ। আমি যে তোমাকেই খুঁজতে এসেছি মা। তুমি চিনতে পার্চ্ছ না আমাকে ? আমি, তোমার ছেলে। কৈ, তুমি আগের মত হও দেখি।

ভানু। আমার ছেলে! একি প্রহেলিকা! না না, এ মায়া, নিশ্চয় কোন শত্রুর মায়া। বালক,—তুমি যাও এখান থেকে আমি তোমার মা নই।

সুদ। তুমি আমার মা নও! সত্য বলছ ? আচ্ছা দেখি, কেমন তুমি আমার মা নও।

(ভানুমতীর হস্ত স্পর্শ করিল, তারপর উহা নিজ বক্ষে সংলগ্ন করিল)—

হুঁ তুমি আমার মা। (হস্ত আঘ্রাণ করিয়া)—এই ত আমার মায়ের স্পর্শ তোমার গায়ে। (ভানুমতীর বক্ষে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া)—এই যে, আমার মায়ের মত তোমারও বুকে মাথা রাখতেই আমার মন আনন্দে ভরে গেল। নিশ্চয় তুমি আমার মা। তুমি কিছুতেই আমাকে ভোলাতে পারবে না।

ভানু। এ কি হ'ল! এ কি হ'ল! আমার বুকে এ স্নেহের বন্যা কোথা হতে এল ? চোখে অশ্রু কেন জমে উঠল ? এ কি বিস্ময়! সন্তানহীনা আমি, আমার বুকে এ স্নেহ কোথা হ'তে এল ?

সুদ। মা! কতদিন তুমি আমাকে কোলে নাও নি। আমাকে কোলে নাও।

ভানু। গেল, গেল, সব গেল। আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান —আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম—ইহকাল পরকাল, সব ভেসে গেল মাতৃত্বের প্লাবনে। যাক, সব যাক। বালক, আয় আমার কোলে আয়। আমি তোর মাতৃত্ব স্বীকার কর্চ্ছি। (সুদর্শনকে বক্ষে ধারণ)—এ কি! এ যে বর্ম্মধারী ক্ষত্রিয় বালক! পতির শত্রু—আমার শত্রু। বালক, কে তুমি?

লম্বো। (অগ্রসর হইয়া)—কে তোমার শত্রু মা?

ভানু। তুমি কে?

লম্বো। ব্রাহ্মণ। বিশ্বজননীর এক দীন সন্তান। উত্তর দাও মা, কে তোমার শত্রু?

ভানু। এই বালক।

লম্বো। ভুল, মা ভুল। সন্তান কখন মায়ের শত্রু হয়? আর শত্রুই যদি হয়, তুমি কিরাত-নন্দিনী তপস্যার বলে ব্রাহ্মণী হয়েছ, অনন্ত শক্তিময়ী জননীর তেজোবীর্য্যে অনুপ্রাণিতা হয়ে বীর পতির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছ,—অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছ,—তুমি কি এই ক্ষুদ্র বালকের শত্রুতাকে ভয় কর?

ভানু। না, ভয় আমি করি না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি জান না আমার পতিকে। তিনি পণে বদ্ধ, ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করবেন। আমি কি করে এক ক্ষত্রিয় বালককে আশ্রয় দিয়ে তাঁর ব্রতভঙ্গ করব? সহধর্ম্মিণী আমি।—স্বামীর ধর্ম্মরক্ষা করা আমার ব্রত। তুমি কি বল্‌তে চাও ব্রাহ্মণ, আমার সেই ধর্ম্মে আমি পতিতা হব?

লম্বো। কার ব্রত? কিসের ব্রত। বিশ্বমাতৃকার প্রতিনিধি তুমি, তুমি যে মা! তোমার ত অন্য কোন ব্রত নেই। মা! মা! সন্তানকে আশ্রয়চ্যুত করিস নে।

ভানু। না, না ব্রাহ্মণ, আমি তা পারব না। তুমি নিয়ে যাও এই শিশুকে—নিয়ে যাও।

লম্বো। আমি কেন নেব? তুমি এর মাতৃত্ব স্বীকার করেছ। ইচ্ছা হয় একে কোলে রাখ, ইচ্ছা হয় দূরে ফেলে দাও।

ভানু। তবে আমি একে ফেলেই দেব।

লম্বো। দাও। কিন্তু মনে রেখো, তাতে মাতৃধর্ম্মের অপমান হবে। নারী তুমি, মা তুমি, তুমি যদি এই শিশুকে পরিত্যাগ কর, তাহ'লে যে মায়ের শক্তিতে তুমি শক্তিময়ী, তাঁ'কে তুমি হারাবে। সেই বিশ্বজননীর করুণা তুমি আর পাবে না। আমি ব্রাহ্মণ, আমি বলছি, পাবে না—পাবে না—পাবে না।

ভানু। পাব না?—

লম্বো। না। মা যদি সন্তানকে পরিত্যাগ করে। তবে যাক সৃষ্টি রসাতলে।—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, মানুষ পশু, দেবতা পিশাচ—সব একাকার হয়ে যাক—কিছু আসে যায় না, কিছু আসে যায় না।

[প্রস্থান।

ভানু। না, এই শিশুকে পরিত্যাগ করতে আমি পারব না—পারব না। ব্রাহ্মণ, তুমি ঠিক বলেছ—মাতৃমন্ত্রের সাধিকা আমি—আমি যে মা—আমি মা।—বাবা! বাবা!

সুধ। কি মা?—

ভানু। তুমি আমার বুকে এস।— (বক্ষে তুলিয়া লইল)

সুদ। ওই ব্রাহ্মণ যে চলে গেল।

ভানু। যাক না। আমি ত রয়েছি। কি দরকার ব্রাহ্মণে আর?

সুদ। মা! আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

ভানু। আমি তোমাকে ফল দিচ্ছি।

সুদ। মা! আমার বড় ঘুম পেয়েছে।

ভানু। চল বাবা, তোমাকে শুইয়ে রেখে আসি। তাইত, কোথায় একে রাখি? পতি দেখলে হয় ত রুষ্ট হবেন। না না, একে তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে হবে।

[প্রস্থান।

[লম্বোদরের পুনঃপ্রবেশ]

লম্বো। ভগবান! ভগবান! তুমি রক্ষা করেছ। তোমার ভার তুমিই নিলে। নইলে এ ভার বইবার আমি কে? জগজ্জননি! আজ তোর মূর্ত্তির এ কি বিকাশ দেখালি মা! বাঘের বিবরে তার শিকার রেখে গেলাম।—দেখিস মা, তোর নামে—তোর করুণাময়ীর নামে—তোর মা-নামে যেন কলঙ্ক না হয়।

[প্রস্থান।

[কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ]

কার্ত্ত। কোথা রাম?

ক্ষীণজীবী স্পর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ—

রণসাধ কার্ত্তবীর্য্য সনে!

রণে ভঙ্গ দিয়া কোথায় লুকালি ?
পাতি পাতি করি খুঁজিয়া ফিরিব।—
নাহি পরিত্রাণ আজি কার্ত্তবীর্য্য-রণে !

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। পরিত্রাণ নাহি চাহে জামদগ্ন্য রাম।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল—রণসাধ অবশ্য পূরিবে—
যাবৎ না ফেরে পতি পূজি মহেশ্বরী।

কার্ত্ত। পতি ? কে বা তব পতি ?
ও হো হো তুমি সেই না ? বটে—বটে। সেবার আমার হাত ফস্কে বড় পালিয়ে ছিলে। কিন্তু এবার ? এবার ত আর মনোরমা নেই।—এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে ? দাঁড়াও—দাঁড়াও নারী—জামদগ্ন্যকে হত্যা করে এবার তোমায় নব পতিত্বে বরণ করাব। আরে ছিঃ ছিঃ—করেছ কি ! একটা ভিখিরী বামুন—মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য থাকতে বরণ করেছ তাকে !—এ কি তোমার সাজে সুন্দরী ?—

ভানু। আরে আরে কামুক কুক্কুর !
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ-কবচে আবরি তনু
মাতৃমন্ত্রে কলঙ্ক লেপিলি !
সত্য যদি হই আমি শক্তির সাধিকা,
মহাশক্তি-অপমানে
শক্তিহীন হ'ল তোর অক্ষয় কবচ
এই আমি

যোগবলে শক্তি তোর কৈনু আকর্ষণ—
আজি রণে কর্ম্মফল ভুঞ্জিবি দুর্ম্মতি।

পরশু। (নেপথ্যে)—ভানুমতী! ভানুমতী!

[পরশুরামের প্রবেশ]

পরশু। নাহি জানি কি কারণে তুষ্টা জগন্মাতা—
করিলেন অঞ্জলিগ্রহণ।
আর চিন্তা নাই।—এ কি!—রাজা!
রাজা! রণসাধ অবশ্য মিটাব। লহ অস্ত্র
এস রণস্থলে।— [প্রস্থান।

কার্ত্ত। হাঃ হাঃ হা!—মৃত্যু তোরে ঘিরেছে ব্রাহ্মণ।
[প্রস্থান।

ভানু। মা! মা! সতীকুল-রাণি!
মুখ রেখ মা—
সেবিকারে চরণে ঠেল না। [প্রস্থান।

[লম্বোদরের প্রবেশ]

লম্বো। পার্লে'ম না, রাজাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পার্লে'ম না। (নেপথ্যে বহুকণ্ঠে কোলাহল)—ওই, ওই মহারাজের সঙ্গে ব্রাহ্মণের যুদ্ধ বেধেছে। উঃ! প্রাণ কেঁপে উঠল! কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! মহারাজের একজন দেহরক্ষীও জীবিত নেই!—মহারাজ! মহারাজ! উঃ! কি অমোঘ আঘাত ওই পরশুর!—একে একে মহারাজের

সহস্র বাহু ছেদন কর্চ্ছে। গেল—গেল, আর রক্ষা হয় না।—উঃ—নারায়ণ! নারায়ণ! রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর—

[প্রস্থান।

[বিকট অট্টহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া অঞ্জলিভরা রক্ত লইয়া পরশুরামের প্রবেশ]

পরশু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এতদিনে—এতদিনে—প্রতিশোধ পূর্ণ হল। কার্ত্তবীর্য্য নিহত,—তার রক্তে আজ জনক-জননীর তর্পণ করব।—

কোথা পিতা জমদগ্নি,
মহাদেবী মাতা,
এস, এস,—
লহ পিণ্ডোদক।
না না, নহে এ উদক—
শোণিত—রাজার শোণিত—
ক্ষত্রিয়-শোণিত।—
তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও—

(অঞ্জলি ভরা রক্ত ঢালিয়া দিল)

এ কি! এত অল্প! এত অল্প! দেখতে দেখতে ভূমিতলে শুকিয়ে গেল! কৈ, মাটী লাল হ'ল না ত। এই টুকু রক্তে কেমন করে তাঁদের পিপাসা মিটবে? না না, মিটবে না—মিটবে না। আরো চাই—আরো চাই—আরো বহু রক্ত চাই।—

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। চাই সমন্ত-পঞ্চক—পঞ্চ হ্রদ পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয় শোণিতে।

পরশু। কে? কে বল্লে সমন্ত-পঞ্চক? কে তুমি?—ভানুমতী? কি বল্লে আবার বল।

ভানু। আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাৎ নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রং!
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় তং মৎস্যরূপং প্রণমামি বিষ্ণুম্॥

পরশু। এ কি! আবার আবার, আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই অতীতের স্মৃতি—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন—তারপর? তারপর কি? বল তারপর কি?

ভানু। ত্রিসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দ্দণ্ড বলেন সম্যক তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুম্॥

পরশু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে।—

আমি—আমি—
আমি সেই আদিশূর জামদগ্ন্য রাম,
প্রহরণ পরশু আমার,
বধ্য ক্ষত্র কুল,—
তিন সপ্তবার
রুধিরে করাব স্নান তপ্তা ধরণীরে।
ভানুমতি! তিষ্ঠ ক্ষণকাল—
পিতৃমাতৃ-তর্পণের আরো আছে বাকি।
সহস্রেক কার্ত্তবীর্য্য-সুত এখনো জীবিত—
তাহাদের হৃদয়-শোণিতে—

যাবৎ না ফিরি আমি রঞ্জিয়া পরশু।

[প্রস্থান।

[সুদর্শনের প্রবেশ]

সুদ। মা মা, ও কে গেল মা? আমার যে বড় ভয় কচ্ছে।

ভানু। চুপ্ চুপ্—ওরে চুপ্!

[সুদর্শনকে বুকে চাপিয়ে ধরিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ব্রাহ্মণ-পল্লীর পথ।

[দুইজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

১ম বৃদ্ধ। না হে ভায়া না, এ ও কি সম্ভব? এত নৃশংস কি মানুষ হ'তে পারে? কি বল অ্যাঁ?

২য়-বৃদ্ধ। তা'ত বটেই, তা'ত বটেই, তবে কি না, এ ত— আর আমার নিজের কথা নয়। এই ধর, কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করা—তার পর তার সহস্র পুত্রকে বধ করা,—তারপর একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার—একুশবার ধরে এই যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হ'ল কৈ, তবুও তো পরশুরামের আশা মিটছে না। এর পর কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে কে জানে?—রক্তের স্বাদ পেয়ে সে যেন

দিন দিন ক্ষেপে যাচ্ছে। আমি স্বচক্ষে দেখে এলেম ভায়া. দুগ্ধপোষ্য বালককেও সে অব্যাহতি দিচ্ছে না।

১ম বৃদ্ধ। তা যদি হয়, তাহ'লে আজ হ'তে আর ব্রহ্মণত্বের গর্ব্ব করো না। এই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহ'লে হীন শবরও যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।—কি বল, অ্যাঁ?—

২য় বৃদ্ধ। তা'ত বটেই—তা'ত বটেই। কিন্তু ভায়া, ক্ষত্রিয়েরাও ত এর চেয়ে কম কিছু করেনি। তারা যে বীজ বপন করেছিল, তাই আজ মহীরুহে পরিণত হ'য়ে ফল প্রসব কর্চ্ছে। এ তা'দের কর্ম্মফল।—রামের দোষ কি?—

১ম বৃদ্ধ। হুঁ। পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। মানুষ ত নয়।—কি বল অ্যাঁ?

২য় বৃদ্ধ। তা'ত বটেই, তা'ত বটেই। তবে কি জান, মানুষ—মানুষ। সে বৈর-নির্য্যাতন অবশ্যই করবে।

১ম বৃদ্ধ। বৈর-নির্য্যাতন! এর নাম কি বৈর-নির্য্যাতন? এ যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা।—কি বল, অ্যাঁ?

২য় বৃদ্ধ। তা'ত বটেই, তা'ত বটেই। তবে কিনা, আমরা ব্রাহ্মণ—নির্ব্বিরোধী—আমরা আর এর কি কর্ত্তে পারি?

১ম বৃদ্ধ। আর আমাদের কথার মূল্যই বা কি?—কি বল, অ্যাঁ?

২য় বৃদ্ধ। তা'ত বটেই—তা'ত বটেই। আমাদের ভরসা নারায়ণ। এখন তিনি যা করেন।

১ম বৃদ্ধ। চল ভায়া চল। নারায়ণ!—নারায়ণ!—কি বল, অ্যাঁ?

[উভয়ের প্রস্থান।

[খেলা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ বালকগণের প্রবেশ]

ব্রা-বা,গণ—

গীত

আমরা সব দিগ্বিজয়ী বামুনের ছেলে—
ধরেছি ঢাল-তরোয়াল ধনুক-তীর কোশা কুশী ফেলে।
খাব না আলো চাল আর কাঁচকলা ভাতে,
চিঁড়ে-দৈ আর নেব না পাতে—
করব ক্ষলার বনে গিয়ে হরিণ মেরে কুতুহলে।
আমরা ছেড়ে দেব টিকি আর চাদর :—
পরে জামাজোড়া চড়ব ঘোড়া,—বাড়বে তার আদর।
হয়ে রাজা মারব মজা,—কেউটে মোরা, নই হেলে॥

[প্রস্থান।

[একে একে ছদ্মবেশী—অঙ্গরাজ, অবন্তীরাজ, বৈশালীরাজ ও আজমীঢ়রাজের প্রবেশ]

আজমীঢ় রাজ। শিল কাটাবে গো?

অবন্তীরাজ। ডালা কুলো ধামা সারাবে গো?

অঙ্গরাজ। বাসনে নাম লেখাবেন মা?

বৈশালীরাজ। চাই ঘুঁটে? ঘুঁটে চাই?

[বেদেনীর ছদ্মবেশে ফুলটুসির প্রবেশ]

ফুলটুসী। বাত ভাল করি—দাঁতের পকা বার করি—কোমর ব্যথা ভাল করি—

আজ। শিল কাটাবে গো?

অবন্তী। ডালা কুলো ধামা সারাবে গো?

অঙ্গ। বাসনে নাম লেখাবেন মা?

বৈশালী। (জানান্তিকে) ও রে ফুলটুসী, অঙ্গরাজ যে। নাঃ, ধরা দেওয়া হবে না। (সজোরে)—চাই ঘুঁটে? ঘুঁটে চাই?

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অঙ্গ। বলি ওহে ঘুঁটেওয়ালা! গুটি গুটি চলেছ কোথায় হে? বলি একটু দাঁড়াও না। তোমার চেহারাখানা ত ঠিক ঘুটেওয়ালার মত দেখাচ্ছে না। তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।—কোথায় যেন দেখেছি।

ফুল। (অঙ্গরাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া) বাত ভাল করি—দাঁতের পোকা বার করি—কোমর ব্যথা ভাল করি—

অঙ্গ। (সকৌতুকে)—বাসনে নাম লেখাবেন মা?

বৈশালী। তাইত হে বাসনে-নাম-লেখাবেনওয়ালা, তোমার চেহারাটাও তো ঠিক বাসনে-নাম-লেখাবেনওয়ালার মত দেখাচ্ছে না। তোমাকেও ত চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি।

আজ। অ্যাঁ? তাই নাকি? তাহ'লে ভায়া, আমার চেহারাখানা ঠিক শীলকাটাবে-ওয়ালার মতই দেখাচ্ছে ত হে? কি বল?

অবন্তী। তা আর নয়? ও আমিও যেমন ডালা-কুলো-ধামা-সারাবে, তুমিও তেমনি শীল কাটাবে। বলি ক'গাছি শীল কেটেছ এ পর্য্যন্ত?

আজ। একগাছিও না।

অবন্তী। হুঁ। আর তুমি ক'গাছি বাসনে নাম লিখেছ বল দেখি ?

অঙ্গ। একগাছিও না।

অবন্তী। তাহ'লে একই গোত্র ?

অঙ্গ। একই গোত্র।

আজ। প্রাণের দায়ে ?

অঙ্গ। এবং পেটের দায়ে।

অবন্তী। হায় হায় হায় ! জন্মেছিলেম ক্ষত্রিয়কুলে রাজা হ'য়ে, আর এখন কিনা এক ব্যাটা ভিখিরী বামুনের ভয়ে ঢাল তরোয়াল ফেলে, পৈতেগাছটা কোমরে গুঁজে—

আজ। 'শাঁলকাটাবে গো!' কচ্ছি !

অঙ্গ। ভাইরে !—

অবন্তী। দাদা গো !—

আজ। উঃ-হুঃ-হুঃ—

অঙ্গ। ওরে আমার বেড়ালছানা রে ! এক বাটী দুধও এখানে নেই, যে তোকে খেতে দিই।

আজ। অঃ-হঃ-হঃ-হঃ !—

বৈশালী। ফুলটুনী, ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।—চল্, এই ফাঁকে সরে পড়ি।

ফুলটুনী। উঁহুঁ। তুমি যাও। আমি সঙ্গী পেয়েছি। বাত ভাল করি—

বৈশালী। আঃ মর !—(প্রস্থানোদ্যোগ)—চাই ঘুঁটে

আজ। বলি ভায়া, তুমি চল্লে কোথায় হে ?

অবন্তী। আমাদের সকলের পরিচয়ই ত হ'ল। তোমারটাই বা বাকি থাকে কেন হে?

অঙ্গ। বলি তুমি কি ছিলে শুনি?

বৈশালী। আমি? আমি আবার কি ছিলেম? আমি এই ছিলেম।—চাই ঘুঁটে— (প্রস্থানোদ্যত)

অঙ্গ। তবে রে বিটলে! ধাপ্পা দেবার আর লোক পাও নি? আমাদের সকলের চোখে ধূলো দিয়ে ফুলটুসীকে নিয়ে উড়ে যাবে তুমি? কিলের চোটে তোর পিলে ফাটিয়ে দেব না?

অবন্তী। তোর ও ঘুঁটে আজ গোবরছড়া করে ছাড়ব।

আজ। বাবা, নকল পরশুরাম সেজে আমাদের খুব ধোঁকা লাগিয়েছিলে। ধোঁকার টাটা আজ ভাঙ্গব।

বৈশালী। ও ফুলটুসী!—

ফুল। বাত ভাল করি—দাঁতের পোকা বার করি—

বৈশালী। বাঁচা, বাঁচা ফুলটুসী,—এরা আস্ত রাখবেনা রে আমাকে!—

অঙ্গ। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

ফুল। আরে থাম থাম—তোমরা কচ্ছ কি!—ওই কে আসছে না?

আজ। অ্যাঁ! তাই নাকি?

অবন্তী। বামুন বলে বোধ হচ্ছে।

ফুল। এস এস, এখনকার মত আপোষ করে ফেলা যাক। প্রাণটা আগে, ঝগড়াঝাটি তার পর।

অবন্তী। ঠিক ঠিক।—এতে কি আর সন্দেহ আছে?—(বৈশালীরাজের গলা জড়াইয়া ধরিল)—ভাইরে!

বৈশালী। (অবন্তীরাজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)—দাদা গো!

ফুল। আঃ মর!

আজ। শীল কাটাবে গো? [প্রস্থান।

অবন্তী। ডালা কুলো ধামা সারাবে গো? [প্রস্থান।

অঙ্গ। বাসনে নাম লেখাবেন মা? [প্রস্থান।

বৈশালী। চাই ঘুঁটে?—ঘুঁটে চাই? [প্রস্থান।

ফুল। বাত ভাল করি—দাঁতের পকা বার করি—কোমর ব্যথা ভাল করি।— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরশুরামের কুটীর সান্নিধ্য।

ভানুমতী। মা! মা! সম্বরণ কর্ তোর ওই নিবিড় ঘন মসীময় করাল রূপ। ও রূপ আর যে দেখতে পারি না মা। দিকে দিকে ছেলেরা সব কান্নার রোল তুলেছে, সংসার শ্মশান হয়ে যাচ্ছে,—আর তুই শুধু তাথৈ তাথৈ তাণ্ডব নৃত্য কর্চ্ছিস, অট্ট অট্ট হাস্‌ছিস্, লক্ লক্ লোল রসনা বিস্তার করে তাঁদের শোণিত পান কর্চ্ছিস। কত রক্ত পান করেছিস মা, যুবক বৃদ্ধ শিশুর, তবু তোর তৃষা আর মেটে না! শুধু রক্ত আর রক্ত।—রক্তে মাটী কাদা হয়ে গেল,

তবু আরো চাই—আরো চাই। রক্তই যদি চাস মা, তাই নে,। কিন্তু শিশুগুলোকে অন্ততঃ রেহাই দে। তা'দের কান্না আর যে শুনতে পারি না। উদ্যত পরশুর সম্মুখে তা'দের সেই আর্ত্তকণ্ঠের মা! মা! ডাক আমাকে যে পাগল করে তোলে।—আমি কি করব? কোথায় যাব?—হাত পা আমার বেঁধে দিয়েছিস।—আমি কেমন করে পালাব?

গীত

ভনু।—

ও মা তোর আঁধার বরণ আর কি ভাল লাগে!
আমার সৃষ্টিছাড়া মেঘে ভরা দিনের পুরোভাগে?
তোরে যে মা বেসেছি ভালো,—
আমার নয়ন-তারায় ও মা তারা,
মিশেছে তোর বরণ কালো—
(তবু) কোথায় আলো? কোথায় আলো?
মিছে আশা শুধুই জাগে।
তোর মুণ্ডমালার বালাই নিয়ে মরি মা গো অনুরাগে॥

[পরশুরামের প্রবেশ]

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি!

ভানু। এই যে প্রভু, আমি এখানে।

পরশু। এ কি! ভানুমতি! তুমি স্নান কর নি? তোমার হাতে ও রক্তের দাগ কেন?

ভানু। রক্তের দাগ? কোথায় প্রভু?

পরশু। রক্ত নয়? তা হবে। তুমি যাও ভানুমতী, বড় তৃষ্ণা—জল, একটু জল এনে দিতে পার?

ভানু। আমি এখনই নিয়ে আসছি প্রভু।

[প্রস্থান।

পরশু। নিদ্রা নাই, নিদ্রা নাই,—আছে শুধু রক্ত—ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্ত—আর্ত্তের হাহাকার—নারীর মিনতি—শিশুর রোদন। আরো চাই।—নইলে এ পিপাসা মিটবে না।

[জল লইয়া ভানুমতীর পুনঃ প্রবেশ]

ভানু। প্রভু, জল এনেছি, পান করুন।

[পরশুরাম জলপান করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন—

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি!

ভানু। কি প্রভু? কি হয়েছে?

পরশু। এ কি এ কি জল?—জল কোথায়? এ ত জল নয়।—

ভানু। সে কি প্রভু! কলসী হ'তে স্বহস্তে জল এনেছি—

পরশু। না না, এ জল নয়—জল নয়—রক্ত—তাজা গরম রক্ত—টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌ছে,—তার সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন ক্ষীণ কণ্ঠের অতি মৃদু আর্ত্তনাদ গ'লে মিশে রয়েছে।

ভানু। নাথ! নাথ! তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছে। এ জল, পরিষ্কার জল।

পরশু। দৃষ্টি-বিভ্রম ! দৃষ্টি-বিভ্রম !—অসম্ভব নয়। পরশুরামের দৃষ্টি রক্তে রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। সে দৃষ্টিতে রক্ত ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। রক্ত—রক্ত—রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। কার্ত্ত-বীর্য্যের সহস্র পুত্রকে বধ করেছি, সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেছি—একবার নয়—বার বার। অস্ত্রধারণক্ষম যেখানে যত ক্ষত্রিয় ছিল, পর পর একবিংশতিবার তা'দের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ধ্বংস করেছি।—তবুও পিপাসা মেটে না—আরো চাই—আরো চাই। কে কোথায় ক্ষত্রিয় আছ, এস যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর— [প্রস্থান।

ভানু। নারায়ণ! নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।—আর নয়—আর নয় প্রভু, এ ধ্বংসলীলা তোমার শেষ কর। যাই দেখি, সুদর্শন কোথায় গেল। বহুক্ষণ বাছাকে আমার দেখি নি। সর্ব্বদা চিন্তা কখন কি হয়, কখন কি হয়।—চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই, আহারে স্পৃহা নেই—শুধু এক অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায় আমাকে পাগল করে তোলে—আমাকে পাগল করে তোলে। [প্রস্থান।

[একটী নাটাই হস্তে সূতা গুটাইতে গুটাইতে
বালক-রূপী নারায়ণের প্রবেশ]

বা-নারা। এস, এস,—আমি তোমাদের কর্ম্মসূত্র আকর্ষণ করেছি—সব সূতো গুটিয়ে ফেলেছি। আর সূতো নেই—আর তোমরা উড়তে পাবে না, পাবে না, পাবে না।

[প্রস্থান।

[সুদর্শনকে কোলে লইয়া ভানুমতীর পুনঃ প্রবেশ]

সুদ। মা. এই স্থানটা বেশ নিরিবিলি আছে। এস না মা, এইখানে বসে আমরা একটু খেলা করি।

ভানু। (অঞ্চল হইতে একটী ফল বাহির করিয়া)—এই নাও, কালকের একটা ফল অবশিষ্ট আছে। তুমি খাও।—আমি কুটীর থেকে জল নিয়ে আসছি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

সুদ। তা নিয়ে এস। কিন্তু মা, তুমি সব সময়ে অমন ভয়ে ভয়ে থাক কেন? সব সময়ে আমায় যেন লুকিয়ে রাখতে চাও।—কিন্তু আমি সাফ্ বলে দিচ্ছি, আমি আর লুকিয়ে থাকব না।

ভানু। না বাবা না, ও কথা বলো না। তুমি যে এখনও ছেলেমানুষ। আগে তুমি বড় হও, তারপর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে।—তখন তোমায় আমি আর আট্‌কে রাখব না।

সুদ। মা, তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজপুত্র। প্রাণের মায়া কর্লে কি আমাদের চলে?—(নেপথ্য হইতে আর্ত্তকণ্ঠে)—কে আছ ক্ষত্রিয়—পালাও, পালাও,—জামদগ্ন্য-রাম আসছে। পালাও, পালাও।

(ভানুমতী সুদর্শনকে কোলে লইয়া পলায়নপর হইল)

সুদ। আমাকে ছেড়ে দাও মা, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি—আমাকে ছেড়ে দাও।

[সুদর্শনকে লইয়া ভানুমতীর প্রস্থান।

[জনৈক আহত ক্ষত্রিয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পরশুরামের প্রবেশ]

ক্ষত্রিয়। আর নয়, আর নয়। আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমি শরণাগত।

পরশু। না না না, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর।

ক্ষত্রিয়। আমি আহত, অসক্ত—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর। [প্রস্থান।

পরশু। ক্ষমা নাই। ক্ষত্রিয়কে আমি ক্ষমা করব না। চাই রক্ত, রক্ত, ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্ত। (পশ্চাদ্ধাবন)

পরশু। (নেপথ্যে)—আর কোথায় পালাবে ? এইবার মর।

(ক্ষত্রিয় একবার চীৎকার করিয়া নীরব হইল)

[পরশুরামের পুনঃপ্রবেশ]

পরশু। বধ করেছি—বধ করেছি। বহুদিন পরে এই একটা ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে মরেছে। ওঃ! কত রক্ত ছিল এর দেহে—আমাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। কি আনন্দ! কি আনন্দ!—কিন্তু আরো চাই, আরো চাই। কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমি এই আনন্দসাগরে ডুবে থাকতে চাই। দেখি কে কোথায় ক্ষত্রিয় আছে। কে আছ ক্ষত্রিয়, যদি সাহস থাকে এস—অস্ত্র ধর—যুদ্ধ দাও, যুদ্ধ দাও।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

[নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। আছে আছে, আরো আছে। তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি জানি কোথায় আছে।

পরশু। কোথায়? কোথায়?

নারা। তোমার ঘরে।

পরশু। মিথ্যাবাদী!—

নারা। মিথ্যাবাদী আমি? বেশ।—তুমি আমায় গাল দিলে,—তবে আমি চল্লেম।

পরশু। দাঁড়াও বালক। বলে যাও, তোমার এ কথা সত্য কি না।

নারা। বোকারাম, বুঝতে পাচ্ছ না। পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় ত উজাড়। আর কোথায়, ক্ষত্রিয় থাকবে? তবে কিনা, হ্যাঁ,—পিদ্দীমের নিজের কোলই আঁধার।

পরশু। বালক! জামদগ্ন্যের সহিত রহস্য কর, তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

নারা। রহস্য আবার কি? জানি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। আচ্ছা ওই তো তোমার স্ত্রী আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? [প্রস্থান।

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি!—

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। এই যে প্রভু!

পরশু। সত্য করে বল, কোন ক্ষত্রিয় আমার কুটীরে দেখেছ?

ভানু। প্রভু!

[সুদর্শনের প্রবেশ]

সুদ। মা ! মা !—

পরশু। এ কে ? ভানুমতি ! শীঘ্র বল, কে এ ?

ভানু। আমার ছেলে।

পরশু। তোমার ছেলে !

ভানু। হ্যাঁ, আমারই ছেলে।

পরশু। তুমি ছেলে কোথায় পেলে ?

ভানু। জগজ্জননী দিয়েছেন।

পরশু। জগজ্জননী দিয়েছেন !—এ ছলনার অর্থ কি ভানুমতী ?

ভানু। ছলনা নয় প্রভু। জগজ্জননীর প্রতীক আমি, বিশ্ব আমার সন্তান। আমি একে সন্তান বলে গ্রহণ করেছি।

পরশু। কৈ, দেখি তোমার কেমন ছেলে। বালক, এগিয়ে এস।

(সুদর্শনের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ—সে চীৎকার করিয়া উঠিল।)

সুদ। মা ! আমি ওর কাছে যাব না—ওকে দেখে আমার বড় ভয় করে।

পরশু। এ কি ! ক্ষত্রিয়-নন্দন !—
　　　স্পষ্ট হেরি লক্ষণ বালকে !

ভানু। ছেড়ে দাও,—ছেড়ে দাও। আমি ওর মা !

পরশু। ছিঃ ছিঃ !
　　　একি তব প্রতারণা স্বামীর সহিত !
　　　ধর্ম্মপত্নী হয়ে

ব্যর্থ কর প্রতিজ্ঞা পতির!
নারী-ধর্ম্মে দাও জলাঞ্জলি!
ভানুমতি! ভানুমতি!
প্রত্যর্পণ করহ বালকে।—
নহে, নাহি জান পরশুরামেরে—

সুদ। মা মা!—

ভানু। হে ইষ্ট দেবতা!
তব পদে করি হে মিনতি,
শাস্তি দাও মোরে তুমি যথা ইচ্ছা তব,—
বালকের প্রাণটুকু ভিক্ষা দেহ মোরে।

পরশু। দেহ তবে সত্য পরিচয়!—
কে এই বালক? কাহার নন্দন?

সুদ। তুমি কে? তুমি কি সম্রাট্ কার্ত্তবীর্য্যের নাম শোন নি? আমি তাঁর ছেলে।

ভানু। চুপ্ চুপ্, ওরে চুপ্। (মুখ চাপিয়া ধরিল)

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি! করেছ শ্রবণ,
কোন্ বাক্য বালক কৈল উচ্চারণ?
কার্ত্তবীর্য্য-সুত— ওহো!—এখনও জীবিত!
অস্ত্র—অস্ত্র— (নিজ কোষ হইতে তরবারি প্রদান করিয়া)
লহ অস্ত্র—রে বালক! যুদ্ধ দেহ মোরে।

ভানু। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—
পায়ে ধরি, করি হে মিনতি—

পরশু। কভু না ছাড়িব।
পাপিয়সি, ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবারে চাস
আপন পতিরে!
স্বর্গ মর্ত্ত্য যাক রসাতলে,
রামের সঙ্কল্প কভু ব্যর্থ নাহি হবে।
বল্ বল্ কেন দিয়াছিলি আশ্রয় ইহারে ?
নহে, পত্নী-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইব নিশ্চয়।

ভানু। শক্তির সাধিকা আমি, মাতৃ-উপাসিকা—
সন্তানেরে কেমনে ত্যজিব ?

পরশু। দূর হ' রে পাপিষ্ঠা নারকী।
না বুঝিয়া বিষধরী রেখেছিনু শিরে,
দিয়াছিস যোগ্য প্রতিফল।

ভানু। হে ভার্গব!
বিনা দোষে গঞ্জিছ দাসীরে।
নাহি জ্ঞান, নাহি বোঝ মায়ের বেদনা।

পরশু। হাঃ হাঃ হাঃ!—মায়ের বেদনা!—
ভার্গবে বুঝাতে চাহ মায়ের বেদনা!
থাক কথা, ছাড়হ বালকে।

ভানু। কভু না ছাড়িব।
এই যদি সঙ্কল্প তোমার,
তবে আগে
মোর সনে কর রণ।

মাতারে না করিয়া নিধন,
শিশু তার স্পর্শিতে নারিবে।
[পরশুরাম প্রদত্ত তরবারি তুলিয়া লইল]

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি!!
উন্মাদিনী হয়েছ কি তুমি?—
ভার্গবের সনে চাহ রণ?
সরে যাও, পথ ছাড়,—
ছাড় এ বালকে।

ভানু। না না,—কভু না ছাড়িব!
সত্য, উন্মাদিনী আমি।
বর্ণগুরু তুমি হে ব্রাহ্মণ,
পতি মোর, তপঃসিদ্ধ ত্রিভুবনজয়ী,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ সম
উন্মাদ হয়েছ যদি তুমি—,
শোণিতের আস্বাদ লভিয়া,
আমি কেন উন্মাদিনী নাহি হব?
নিষ্ঠুর পুরুষ তুমি, কঠিন পাষাণ,
জননীর প্রাণ কেমনে বুঝিবে?
কেমনে জানিবে
কোন্ প্রাণে বনের বাঘিনী
বাঁচাইতে আপন শাবকে,
যুদ্ধ করে সন্তানের পিতার সহিত,
বধ করে তারে।

পরশু। নারি! নারি! কি কহিছ তুমি ?
সত্য কি করিবে রণ আমার সহিত ?
তুমি—তুমি—সেই ভানুমতী—

ভানু। হ্যাঁ—আমি—আমি—,
চাহি রণ তোমার সহিত।
হে ব্রাহ্মণ! চেন না আমারে ?—
আমি নারী, বিশ্বের জননী।—
দেব কি দানব,
যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর মানব,
সবারে ধরেছি গর্ভে—'
স্তন্যপান করায়েছি আমি।
লক্ষ্মীরূপে উঠেছিনু সমুদ্র-মন্থনে,
অসুরনাশিনী আদ্যাশক্তি রূপে
যুগে যুগে এসেছি গিয়েছি কতবার,
আরো কতবার এমনি আসিব যাব।
আমি মহাশক্তি—শঙ্কর-ঘরণী—
শূলী শম্ভু পদতলে মোর।—
হে ব্রাহ্মণ! দেহ রণ সাধ্য যদি থাকে।

(তরবারি উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল।

পরশু। এ কি প্রহেলিকা! আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী
মাতৃ-মূর্ত্তি নেহারি সম্মুখে!
জগন্মাতা উরিল কি সমর মাঝারে ?—
বিশ্বের মাতৃত্ব আজি নামিল ধরায় ?

মনে পড়ে প্রথম যৌবনে,
মাতৃরক্তে রঞ্জিয়াছি এ কর-যুগল,
নিজ হস্তে কাটিয়াছি জননীর শির।—
আজি ভার্গবের জীবন-সায়াহ্নে
হবে বুঝি সে নাট্যের পুনরভিনয়।
জগন্মাতা-বক্ষে আজি হানিব কি
শেষ অস্ত্র-লেখা?
(আঘাত করিতে উদ্যত হইল।)
না না—হে বিশ্বজননি!
সম্বর—সম্বর দৃপ্ত ও মূর্ত্তি তোমার,
দেখা দাও অভয়া রূপেতে—
রক্ষাকর বিশ্ব-সৃষ্টি—করো না প্রলয়।
মাতৃভক্ত রাম কভু নহে মাতৃদ্রোহী।—
মাতৃমন্ত্র সাধনা আমার।
এই অস্ত্র রাখিলাম তব পাদমূলে
ক্ষত্রিয়-নিধন-ব্রত আজি হ'ল শেষ।
(পরশু পদতলে রাখিতে উদ্যত হইল)

[বালকরূপী নারায়ণের প্রবেশ]

বা-নারা। দাও দাও, ও পরশু আমায় দাও। ওতে আর তোমার অধিকার নেই। (পরশু গ্রহণ)

পরশু। ভানুমতি! ভানুমতি!

ভানু। পতি! নারায়ণ!

সুদ। মা! মা! (ভানুমতী সুদর্শনকে বুকে জড়াইয়া ধরিল)

পরশু। ভানুমতি, ক্ষমা কর মোরে।

বা-নারা। কেমন দিদি, তোমার রাগী ঠাকুরটার কেমন শিক্ষা হয়েছে?

পরশু। হে বালক! বুঝিতে না পারি
কে বা তুমি—
কোথা হতে আস—কোথা যাও।
দয়া করি দেহ পরিচয়।

বা-নারা। কেবা আমি?
হে ব্রাহ্মণ! চেন না আমারে?
আমি তব হৃদিস্থিত হৃষিকেশ।
আমি কর্ত্তা সকল কর্ম্মের।
দিব্য চক্ষে দেখ তবে
জামদগ্ন্য রাম—
তুমি মম অংশ অবতার—

(বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশ)

ঘুচাইতে ধরিত্রীর ভার।
শিখাইতে জগতের মাতৃত্ব-সাধনা,
মাতৃভক্ত পুরুষ-প্রধান!
লভেছ জনম তুমি
ষষ্ঠ অবতার।

(দশদিক্ হইতে দেব দানব যক্ষ রক্ষ কিন্নরগণ
সমবেত কণ্ঠে গাহিল—)

গীত।

সমবেত কণ্ঠে।—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি!
জয় নারায়ণ! জয় মুরারী
বিশ্বপালন—জগদ্ধিত-কারণ—
জয় জয় জয় হরি ভূভারহারী!

—):•:(—

যবনিকা